

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া ইয়াসমিন অনিতা

রোলঃ 23100121714

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া ইয়াসমিন অনিতা

রোলঃ 23100121714

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুরাইয়া ইয়াসমিন অনিতা, আইডিঃ 23100121714 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুরাইয়া ইয়াসমিন অনিতা

আইডিঃ 23100121714

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
১। ইসলাম	6
২। মুসলিম.....	11
৩। মুনাফিক	13
৪। কাফির	16
৫। মুসলিম ও কাফির এর মধ্যে পার্থক্য	18
১। ইমান	20
ইমানের পরিচয়	20
২। ইমানের মূল ভিত্তি.....	21
৩। ইমানের স্বরূপ ও প্রকাশ.....	23
৪। ইমানের গুরুত্ব	33
৫। ইমানের সাথে ইসলামের সম্পর্ক	46
আকিদা.....	50
১। আকিদার পরিচয়.....	50
২। ইসলামে আকীদার অবস্থান কি?.....	52
৩। ইমান ও আমলের ভিত্তি হিসেবে আকিদার গুরুত্ব	55
৪। বিশুদ্ধ আকিদাই মূল.....	59
৫। বিশুদ্ধ আকীদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য.....	61
৭। ইমান ও আকিদার মধ্যে সম্পর্ক.....	64
৮। ইমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদা কি ভূমিকা রাখে ?	73
বিশুদ্ধ আকিদার প্রয়োজনীয়তা	77
১। কেন একজন মুসলমানের জন্য সहीহ আকিদা জানা জরুরি।	77
সারসংক্ষেপ	79

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ।
মানুষের জীবনে ঈমান সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আর এই ঈমানের মূল ভিত্তি হলো
বিশুদ্ধ আকিদা। আকিদা শুদ্ধ হলে আমল শুদ্ধ হয়, চরিত্র সুন্দর হয় এবং মানুষ
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। পক্ষান্তরে আকিদায় ত্রুটি দেখা দিলে
মানুষের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার আমলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রত্যেক
মুসলমানের জন্য বিশুদ্ধ আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। বর্তমান যুগে
বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার কারণে মুসলিম সমাজে
আকিদাগত সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে মনের মধ্যে বিশুদ্ধ আকিদা পোষন করার তাওফিক
দান করুন। আমিন।

১। ইসলাম

১। ইসলামের মূল কথা

ইসলাম শব্দের অর্থ

“ইসলাম” (الإسلام) শব্দের অর্থ হলো—

আত্মসমর্পণ

আনুগত্য

শান্তি

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাআলার আদেশের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়া এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই ইসলাম।

ইসলাম কী?

ইসলাম হলো মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।”

— সূরা আলে ইমরান : ১৯

আয়াতের ব্যাখ্যা

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের জন্য সত্য ও গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা একটিই— তা হলো ইসলাম।

মানুষের তৈরি কোনো মতবাদ বা পথ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় যদি তা ইসলামের বিরোধী হয়।

ইসলামের পরিচয় কী?

ইসলাম শুধু নামমাত্র ধর্ম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম শিক্ষা দেয়—

আল্লাহর ইবাদত

সত্যবাদিতা

ন্যায়বিচার

মানবতা

দয়া ও ভালোবাসা

সুন্দর চরিত্র

সমাজের শান্তি

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।”

— সূরা মায়দা : ৩

আয়াতের ব্যাখ্যা

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের সমাধান দেয়। এতে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও আখিরাতের সফলতার পূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে।

ইসলামের মূল কথা কী?

ইসলামের মূল কথা হলো তাওহীদ (التوحيد)।

অর্থাৎ—

আল্লাহ এক

তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই

শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَالْهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

“তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য; তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি পরম দয়ালু, অতি দয়াময়।”

— সূরা বাকারা : ১৬৩

আয়াতের ব্যাখ্যা

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের সবচেয়ে বড় সত্যটি জানিয়ে দিয়েছেন—

তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

তাই সকল ইবাদত, দোয়া, ভয় ও আশা কেবল তাঁরই জন্য হতে হবে।

মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।”

— সূরা যারিয়াত : ৫৬

আয়াতের ব্যাখ্যা

মানুষের জীবনের আসল উদ্দেশ্য হলো—

আল্লাহকে চেনা

তাঁর ইবাদত করা

তাঁর আদেশ মেনে চলা

পাপ থেকে দূরে থাকা

শুধু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।”

— সহিহ বুখারি ও মুসলিম

১. কালিমা শাহাদাত

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

অর্থঃ

“আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।”

ব্যাখ্যা

এটি ইসলামের মূল ভিত্তি।

একজন মুসলমান এই কালিমার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও রাসূল ﷺ-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়।

২. সালাত (নামাজ)

রাসূল ﷺ বলেনঃ

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

“নামাজ হলো দ্বীনের স্তম্ভ।”

— তিরমিযি

হাদিসের ব্যাখ্যা

যেমন খুঁটি ছাড়া ঘর দাঁড়ায় না, তেমনি নামাজ ছাড়া ইসলামী জীবন দৃঢ় হয় না।

নামাজ মানুষকে পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে।

৩. যাকাত

যাকাত হলো সম্পদের পবিত্রতা।

ব্যাখ্যা

আল্লাহ ধনীদের সম্পদে গরিবের হক রেখেছেন।

যাকাত সমাজে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

৪. রোজা

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।”

— সূরা বাকারা : ১৮৩

আয়াতের ব্যাখ্যা

রোজা মানুষকে ধৈর্য, আত্মসংযম ও আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়।

এটি মানুষের অন্তরকে পবিত্র করে।

৫. হজ্জ

সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর জীবনে একবার হজ্জ ফরজ।

ব্যাখ্যা

হজ্জ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রতীক।

ইসলামের সৌন্দর্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।”

— সহিহ বুখারি

হাদিসের ব্যাখ্যা

ইসলামে মানুষের মর্যাদা তার চরিত্রের উপর নির্ভর করে।

সত্যবাদিতা, নম্রতা, দয়া ও মানুষের উপকার করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

প্রকৃত মুসলমান কে?

রাসূল ﷺ বলেনঃ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।”

— সহিহ বুখারি

হাদিসের ব্যাখ্যা

একজন প্রকৃত মুসলমান—

কাউকে কষ্ট দেয় না

গালি দেয় না

মিথ্যা বলে না

অন্যায় করে না

মানুষের ক্ষতি করে না

ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতার শিক্ষা দেয়।

ইসলামের উদ্দেশ্য

ইসলামের উদ্দেশ্য হলো—

মানুষকে সঠিক পথ দেখানো

অন্যায় দূর করা

সুন্দর সমাজ গঠন করা

দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করা

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

“যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে— পুরুষ হোক বা নারী— এবং সে মুমিন হয়, তবে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।”

— সূরা নাহল : ৯৭

আয়াতের ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ঈমান ও সৎকর্ম মানুষের জীবনকে শান্তিময় ও বরকতময় করে তোলে।

উপসংহার

ইসলাম হলো শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির পথ।

এটি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে সুন্দর চরিত্র, আল্লাহভীতি এবং দুনিয়া-আখিরাতে সফলতার শিক্ষা দেয়।

আমাদের উচিত—

কোরআন শেখা

হাদিস অনুযায়ী জীবন গঠন করা
নিয়মিত নামাজ পড়া
সত্য কথা বলা
মানুষের উপকার করা
ইসলামের সুন্দর শিক্ষা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

২। মুসলিম

অর্থ হলো— যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর আদেশ মেনে চলে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করে।

কুরআনের আলোকে মুসলিমের পরিচয়

১. আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীই মুসলিম

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।”

(সূরা আলে ইমরান: ১৯)

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে তাঁর কাছে একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। যে ব্যক্তি ইসলামের বিধান মেনে চলে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে-ই মুসলিম।

২. মুসলিম হওয়ার আহ্বান

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না।”

(সূরা আলে ইমরান: ১০২)

ব্যাখ্যা

এ আয়াতে মুসলিম অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করা এবং মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

৩. মুসলিমদের গুণাবলি

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী... আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।”

(সূরা আল-আহযাব: ৩৫)

ব্যাখ্যা

এখানে মুসলিমদের বিভিন্ন গুণ যেমন—সত্যবাদিতা, ধৈর্য, বিনয়, দানশীলতা, আল্লাহর স্মরণ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু নামেই মুসলিম হওয়া যথেষ্ট নয়; চরিত্র ও আমলেও ইসলামের ছাপ থাকতে হবে।

হাদিসের আলোকে মুসলিমের পরিচয়

১. মুসলিমের সংজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।”

— সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

একজন প্রকৃত মুসলিম অন্যকে কষ্ট দেয় না, গালি দেয় না, অপবাদ দেয় না এবং কারও অধিকার নষ্ট করে না।

২. মুসলিম ও মুমিনের বৈশিষ্ট্য

রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে তার ভাইয়ের জন্যও তা ভালোবাসে।”

— সহীহ আল-বুখারী

ব্যাখ্যা

প্রকৃত মুসলিম স্বার্থপর হয় না; সে অন্যের কল্যাণ কামনা করে এবং মানবতার উপকারে কাজ করে।

একজন মুসলিমের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১. এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে।

২. মুহাম্মাদ ﷺ-কে শেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মানে।
৩. কুরআনকে জীবন পরিচালনার বিধান হিসেবে গ্রহণ করে।
৪. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে।
৫. রমযানের রোজা পালন করে।
৬. সামর্থ্য অনুযায়ী যাকাত ও হজ আদায় করে।
৭. সত্যবাদী ও আমানতদার হয়।
৮. অন্যের ক্ষতি করে না।
৯. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।
১০. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

উপসংহার

মুসলিম শুধু একটি নাম বা পরিচয়ের বিষয় নয়; বরং এটি একটি বিশ্বাস, জীবনব্যবস্থা ও চরিত্রের নাম। যে ব্যক্তি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করে, ইসলামের বিধান মেনে চলে এবং মানুষের প্রতি উত্তম আচরণ করে, সে-ই প্রকৃত মুসলিম।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

“ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম দ্বীনের অধিকারী আর কে হতে পারে, যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে?”

(সূরা আন-নিসা: ১২৫)

ব্যাখ্যা:

এই আয়াত অনুযায়ী, প্রকৃত মুসলিম হলো সে, যে আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মের মাধ্যমে সেই আত্মসমর্পণের প্রমাণ দেয়।

৩। মুনাফিক

মুনাফিক (مُنَافِقٌ) হলো সেই ব্যক্তি, যে মুখে ইসলাম ও ঈমানের দাবি করে কিন্তু অন্তরে কুফর বা অবিশ্বাস লুকিয়ে রাখে, অথবা যার কথা ও কাজের মধ্যে ভগ্নামি থাকে।

কুরআনের আলোকে মুনাফিকের পরিচয়

১. তারা মুখে ঈমানের দাবি করে, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
“মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি’; অথচ তারা মুমিন নয়।”

(সূরা আল-বাকারা ২:৮)

ব্যাখ্যা

মুনাফিকরা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু তাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান থাকে না। তারা মানুষকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ শেষ পর্যন্ত নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. মুনাফিকরা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিতে চায়

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
“তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়।”

(সূরা আল-বাকারা ২:৯)

ব্যাখ্যা

মুনাফিক ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ভালো মানুষ বা ধার্মিক সেজে থাকে, কিন্তু তার অন্তর ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়।

৩. মুনাফিকদের পরিণাম

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
“নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।”

(সূরা আন-নিসা ৪:১৪৫)

ব্যাখ্যা

মুনাফিকি অত্যন্ত ভয়াবহ গুনাহ। কারণ তারা সত্যকে জেনেও তা গোপন করে এবং প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

হাদিসের আলোকে মুনাফিকের লক্ষণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ
“মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি— ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।”

— সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

এগুলোকে আমলি নিফাক (কর্মগত মুনাফিকি) বলা হয়। কারও মধ্যে এসব অভ্যাস থাকলে তার মধ্যে মুনাফিকির বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যদিও সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না।

আরেক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا...

“চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক হবে— ১. আমানতের খিয়ানত করা, ২. কথা বললে মিথ্যা বলা, ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করা, ৪. ঝগড়া করলে সীমালঙ্ঘন করা।”

— সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে মুনাফিকি স্বভাব থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও চরিত্রবান হওয়া।

মুনাফিকের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য

নামাজে অলসতা করা।

লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা।

মিথ্যা বলা।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

আমানতের খিয়ানত করা।

দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন থাকা।

সত্যকে গোপন করা।

মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُزَازِعُونَ النَّاسَ

“নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ তিনিই তাদেরকে তাদের কর্মের ফল দেন। আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় এবং লোক দেখানোর জন্য তা করে।”

(সূরা আন-নিসা ৪:১৪২)

ব্যাখ্যা

মুনাফিকের অন্যতম লক্ষণ হলো রিয়া (লোক দেখানো) এবং ইবাদতে অনীহা।

উপসংহার

মুনাফিকি ইসলামে অত্যন্ত নিন্দনীয়। একজন মুসলমানের উচিত নিজের কথা, কাজ, চরিত্র ও ইবাদতকে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শুদ্ধ রাখা এবং মিথ্যা, প্রতারণা, খিয়ানত ও লোক দেখানো থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলার কাছে সবসময় দোয়া করা উচিত—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النِّفَاقِ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মুনাফিকি থেকে আশ্রয় চাই।” আমীন।

৪। কাফির

কাফির (كَافِرٌ) শব্দটি আরবি "কুফর" (كُفْرٌ) থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো ঢেকে রাখা, অস্বীকার করা বা সত্য গোপন করা। ইসলামী পরিভাষায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, বা ইসলামের মৌলিক সত্যকে অস্বীকার করে, তাকে কাফির বলা হয়।

কুরআনের আলোকে কাফিরের পরিচয়

১. যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَلَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের জন্য সমান; তারা ঈমান আনবে না।”

(সূরা আল-বাকারা ২:৬)

ব্যাখ্যা

এখানে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

২. আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে, সে সুদূর ভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।”

(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৬)

ব্যাখ্যা

ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো অস্বীকার করা কুফর হিসেবে গণ্য হয়।

হাদিসের আলোকে কাফির সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও দাওয়াতের শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামে কাউকে “কাফির” বলে আখ্যায়িত করা একটি গুরুতর বিষয় এবং এটি ব্যক্তিগত আবেগ বা অনুমানের ভিত্তিতে করা যায় না।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“যে ব্যক্তি তার ভাইকে ‘হে কাফির’ বলে, তবে তাদের একজনের ওপর তা ফিরে আসে (যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তেমন না হয়)।”

— সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

এই হাদিস আমাদের সতর্ক করে যে, কাউকে কাফির ঘোষণা করা অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। এটি ইসলামী জ্ঞান ও যোগ্যতার বিষয়; সাধারণ মানুষের জন্য এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা জরুরি।

একজন মুসলিমের করণীয়

কুরআন শিক্ষা দেয়—

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“তোমার রবের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।”

(সূরা আন-নাহল ১৬:১২৫)

ব্যাখ্যা

যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি বা ইসলামের সাথে একমত নয়, তাদের সাথে আচরণে জ্ঞান, সৌজন্য ও উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা ইসলামের শিক্ষা।

সংক্ষিপ্ত সারাংশ

মুসলিম: যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

মুনাফিক: যে বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবি করে কিন্তু অন্তরে তা ধারণ করে না।

কাফির: ইসলামী পরিভাষায় যে ব্যক্তি ইসলামের মৌলিক সত্যকে অস্বীকার করে।

তবে ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে চূড়ান্ত ধর্মীয় রায় দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা হলো—নিজের ঈমান ও আমল শুদ্ধ করা, এবং অন্যদের প্রতি ন্যায়, দয়া ও উত্তম আচরণ করা।

৫। মুসলিম ও কাফির এর মধ্যে পার্থক্য

১. পরিচয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য

মুসলিম

মুসলিম শব্দের অর্থ হলো "আত্মসমর্পণকারী"।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

“ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম দ্বীনের অধিকারী আর কে হতে পারে, যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছে?”

(সূরা আন-নিসা ৪:১২৫)

ব্যাখ্যা:

মুসলিম আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তাঁর সন্তুষ্টিতে জীবনের মূল লক্ষ্য বানায়।

কাফির

কাফির শব্দের অর্থ "অস্বীকারকারী" বা "সত্য গোপনকারী"।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন, তারা ঈমান আনবে না।”

(সূরা আল-বাকারা ২:৬)

ব্যাখ্যা:

কাফির ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে বা গ্রহণ করে না।

২. বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পার্থক্য

মুসলিমের বিশ্বাস

একজন মুসলিম বিশ্বাস করে—

আল্লাহ এক।

ফেরেশতাগণ সত্য।

আসমানি কিতাবসমূহ সত্য।

নবী-রাসূলগণ সত্য।

আখিরাত সত্য।

তাকদীর সত্য।

আল্লাহ বলেন—

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

“রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও।”

(সূরা আল-বাকারা ২:২৮৫)

কাফিরের অবস্থান

কাফির ব্যক্তি ঈমানের এক বা একাধিক মৌলিক বিষয় অস্বীকার করে।

আল্লাহ বলেন—

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল ও আখিরাতকে অস্বীকার করে, সে সুদূর দ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।”

(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৬)

৩. ইবাদতের ক্ষেত্রে পার্থক্য

মুসলিম

মুসলিম আল্লাহর ইবাদত করে।

আল্লাহ বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।”

(সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)

কাফির

কাফির আল্লাহর ইবাদত করে না, অথবা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরিক করে।

৪. জীবনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য

মুসলিম

মুসলিমের উদ্দেশ্য হলো—

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

জান্নাত লাভ

আখিরাতের সফলতা

আল্লাহ বলেন—

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

“আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর।”

(সূরা আল-কাসাস ২৮:৭৭)

কাফির

কুরআনে কিছু কাফিরের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

১। ইমান

ইমানের পরিচয়

ঈমান (الإيمان) শব্দটি আরবি "أَمِنَ" ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—

বিশ্বাস করা

সত্য বলে মেনে নেওয়া

নিরাপত্তা প্রদান করা

অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা

পরিভাষায় ঈমান

ইসলামী পরিভাষায়—

অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার নাম ঈমান।

কুরআনের আলোকে ঈমান

আল্লাহ তাআলা বলেন—

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

“রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনরাও। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে।”

(সূরা আল-বাকারা ২:২৮৫)

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত সব সত্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

হাদিসের আলোকে ঈমান

হাদিসে জিবরীল

একদিন ফেরেশতা জিবরীল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন:

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ

“আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন—

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

“ঈমান হলো তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।”

— সহীহ মুসলিম

২। ঈমানের মূল ভিত্তি

এই হাদিসে ঈমানের ছয়টি মৌলিক ভিত্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যিক।

ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান

বিশ্বাস করা যে—

আল্লাহ এক।

তিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা।

তাঁর কোনো শরিক নেই।

তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ বলেন—

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।”

(সূরা আল-ইখলাস ১)

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতারা আল্লাহর নূরের সৃষ্টি। তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন না।

আল্লাহ বলেন—

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

“আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না।”

(সূরা আত-তাহরীম ৬)

৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ বিভিন্ন নবীর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন, যেমন—

তাওরাত

যাবূর

ইনজীল

কুরআন

কুরআন সর্বশেষ ও সংরক্ষিত আসমানি কিতাব।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন—

لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

“আমরা তাঁর কোনো রাসূলের মধ্যে পার্থক্য করি না।”

(সূরা আল-বাকার ২:২৮৫)

৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান

বিশ্বাস করা যে—

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে।

হিসাব-নিকাশ হবে।

জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য।

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান

বিশ্বাস করা যে—

ভালো ও মন্দ সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না।

ঈমানের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে...”

(কুরআনের বহু স্থানে এভাবে ঈমান ও সৎকর্মকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।)

ব্যাখ্যা

ঈমান হলো বৃক্ষের মূলের মতো, আর আমল হলো তার ফল। মূল না থাকলে গাছ বাঁচে না; তেমনি ঈমান ছাড়া আমল মূল্যহীন।

ঈমানের ফল

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ

অন্তরের শান্তি

নেক আমলের তাওফিক

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

জান্নাত লাভ

আল্লাহ বলেন—

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়।”

(সূরা আর-রা'দ ১৩:২৮)

উপসংহার

ঈমান হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি শুধু মুখের স্বীকৃতি নয়; বরং অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি এবং কর্মের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রমাণ। একজন সত্যিকার মুমিন আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, আখিরাত ও তাকদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

৩। ঈমানের স্বরূপ ও প্রকাশ

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের সার্বিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনয়নই ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। যার ঈমান বিশুদ্ধ নয়, তার সম্পূর্ণ জীবনটাই বৃথা। ভিত্তি ব্যতীত যেমন কোন ভবন নির্মাণ সম্ভব

নয়, তেমনি বিশুদ্ধ ঈমান ব্যতীত নিজেকে প্রকৃত মুসলিম দাবী করাও অযৌক্তিক। কেননা ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ যাদেরকে আমরা কাফির বলে জানি তারাও আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আবু জাহল, আবু লাহাব, ফেরাউন সকলেই আল্লাহকে বিশ্বাস করত। একেবারেই আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এমন নাস্তিক পৃথিবীতে থাকলেও তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। আল্লাহ বলেন, ‘তুমি যদি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস কর, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বল, সকল প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে অজ্ঞ’ (লোকমান ৩১/২৫)। আবার আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করি, তারাও আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। সুতরাং বুঝা গেল, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেও এক শ্রেণীর মানুষ কাফির ও জাহান্নামী। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে এক শ্রেণীর মানুষ মুসলিম ও জাহান্নামী। তাই আমাদের ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ কি? এটা না বুঝার কারণেই আজ মুসলমানরা কাফিরদের ঈমানের সাদৃশ্য গ্রহণ করে ঈমানে ভেজাল ঢুকিয়েছে। নিম্নে কাফিরদের ঈমান ও মুসলমানদের ঈমানের পার্থক্য নিরূপণ করতঃ ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হ’ল।-

মুসলমানদেরকে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশ : নিজেকে মুসলিম দাবী করলেই প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়; বরং প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য ঈমানের বিশুদ্ধতা আবশ্যিক। নিম্নে গাছ লাগিয়ে আম ফলের আশা করা যেমন, ঈমানে ভেজাল ঢুকিয়ে নিজেকে প্রকৃত ঈমানদার ভাবা ঠিক তেমন। তাই তো মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝
‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন’ (বাক্বারাহ ২/২০৮)। তিনি অন্যত্র বলেন,

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব; প্রধান দাঈ, বাংলা বিভাগ, আল-ফুরকান সেন্টার, হুসা, বাহরাইন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔

‘হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর উপরে, তাঁর রাসুলের উপরে এবং ঐ কিতাবের উপরে যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসুলের উপরে এবং

ঐ সকল কিতাবের উপরে, যা তিনি নাযিল করেছিলেন ইতিপূর্বে। আর যে কেউ অবিশ্বাস করে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর ও ক্রিয়ামত দিবসের উপর, সে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ'ল' (নিসা ৪/১৩৬)।

উল্লিখিত আয়াত দু'টির আলোকে ঈমানদারদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) খাঁটি ঈমানদার (২) ভেজাল ঈমানদার। আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা ভেজাল ঈমানদারদেরকে ঈমানের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশের নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা অধিকাংশ মুসলমান আজ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেও মুশরিক। আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে' (ইউসুফ ১২/১০৬)।

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন উল্লিখিত আয়াত সমূহের প্রতি, আল্লাহ ঈমানদারদেরকেই পূর্ণ মুসলিম হওয়ার, ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। তাই মুসলমান নাম ধারণ করলেই খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না। খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য ঈমানের বিশুদ্ধতা অতীব যরুরী। তাই তো মুসলমানদের ৭২ দল যাবে জাহান্নামে, শুধুমাত্র একটি দল যাবে জান্নাতে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مَلَّةً وَتَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مَلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي-

'বনু ইসরাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। তারা বললেন, সেটি কোন দল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে টিকে থাকবে (তরাই জান্নাতে যাবে)'।[1]

অতএব আসুন! আমরা আমাদের ঈমানকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিই। যদি কোন ক্ষেত্রে আমাদের ঈমান কাফিরদের ঈমানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তাহ'লে অবশ্যই তা সংশোধন করে রাসূল (ছাঃ)-এর ঈমানের অনুকরণ করি।

ঈমানের আভিধানিক অর্থ : الإيمان من الأمن ضد الخوف والشك 'ঈমান অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস, যা ভীতি ও সন্দেহের বিপরীত'। সন্তান যেমন পিতা-মাতার কোলে নিশ্চিত হয়, মুমিন তেমনি আল্লাহর উপরে ভরসা করে নিশ্চিত হয়।

ঈমানের পারিভাষিক অর্থ :

الْإِيمَانُ هُوَ التَّصَدِيقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، الْإِيمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ-

‘হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম হ’ল ঈমান। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঈমান হ’ল মূল এবং আমল হ’ল শাখা’।

সংজ্ঞা বিশ্লেষণ :

(১) التَّصَدِيقُ بِالْجَنَانِ তথা অন্তরে এক আল্লাহকে বিশ্বাস করা : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

‘আরব বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম। তুমি বল, তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি মাত্র। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও নিষ্ফল করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু’ (হুজুরাত ৪৯/১৪)। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা অন্তরকে ঈমানের প্রধান স্থান বলে উল্লেখ করেছেন। অন্তর থেকে আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে সে যতই ভাল কাজ করুক না কেন, এতে সে মুসলিম হ’তে পারবে না।

(২) وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ তথা মুখে আল্লাহর উপরে ঈমানের স্বীকৃতি দেওয়া : শুধু অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই তাকে ঈমানদার বলা যাবে না; বরং মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ-

‘আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল’ [২] অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) মৌখিকভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমানের স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত তাকে ঈমানদার হিসাবে গণ্য করেননি; বরং তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন।

(৩) وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ তথা কর্মে বাস্তবায়ন : আন্তরিক বিশ্বাস এবং মেসখিক স্বীকৃতি দিলেই প্রকৃত মুসলিম হওয়া যাবে না; বরং বিশ্বাস ও স্বীকৃতির সাথে সাথে আল্লাহর যাবতীয় বিধান সাধ্যমত মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- الَّذِينَ يُفِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ- أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ-

‘নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। যারা ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে খরচ করে। এরাই হ’ল সত্যিকারের মুমিন। এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চমর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রূযী’ (আনফাল ৮/২-৪)। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ-

‘তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ’ (হুজুরাত ৪৯/১৫)।

উল্লিখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ তা‘আলা ছালাত ও যাকাত আদায়কারীকে এবং জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীকে প্রকৃত মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আল্লাহর বিধান কর্মে বাস্তবায়ন না করলে সে প্রকৃত মুমিন নয়।

يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيُنْفُسُ بِالْمَعْصِيَةِ (৪) তথা আল্লাহর আনুগত্যে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় : অর্থাৎ ভাল কাজে ঈমান বৃদ্ধি হয় এবং পাপের কাজে ঈমান কমে যায়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-

‘নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে’

(আনফাল ৮/২)। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا-

‘আমরা ফেরেশ্বাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপই আমরা তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে এবং ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি হয়’ (মুদাছছির ৭৪/৩১)। তিনি অন্যত্র বলেন,
وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ- وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ-

‘আর যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যকার কিছু (মুশরিক) লোক বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যকার কার ঈমান বৃদ্ধি করল? বস্তুতঃ যারা ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ আছে, এটি তাদের নাপাকির সাথে আরও নাপাকি বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে’ (তওবা ৯/১২৪-১২৫)।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাউকে ভালবাসে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ঘৃণা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই দান করা থেকে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি ঈমানকে পূর্ণতা দান করে’।[3] তিনি অন্যত্র বলেন, أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, ‘ঈমানে পরিপূর্ণ মুমিন হ’ল, যার চরিত্র উত্তম’।[4] একদা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) আদী ইবনু আদী (রহঃ)-কে পত্র লিখেছিলেন এই বলে যে,
إِنَّ لِلْإِيْمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيْمَانَ-

‘ঈমানের কতগুলো ফরয, কতগুলো হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে। যে এগুলো পরিপূর্ণরূপে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান পূর্ণ হয় না’।[5]

উল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নেকীর কাজে মুমিনের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে পাপের কাজে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হাদীছে এসেছে,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী তা পানরত অবস্থায় মুমিন থাকে না। চোর চুরি

করার সময় মুমিন থাকে না। কোন লুটতরাজকারী লুটতরাজকালে মুমিন থাকে না, এমতাবস্থায় লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে’।[6] অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ-^١

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন বান্দা যেনা করতে থাকে তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে তার মাথার উপর ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে থাকে। অতঃপর যখন সে উক্ত যেনার কাজ থেকে বিরত হয় তখন ঈমান তার নিকট ফিরে আসে’।[7]

(৫) **الْإِيمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ** তথা ঈমান হ’ল মূল এবং আমল হ’ল শাখা : কেউ আল্লাহর যে কোন বিধানকে অস্বীকার করলে সে অবশ্যই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে; মুখেও নিজেকে মুসলিম বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কর্মে বাস্তবায়ন করে না। তাকে যেমন ঈমানদার বলা যাবে না। তেমন তাকে হত্যাযোগ্য কাফির হিসাবেও গণ্য করা যাবে না। বরং তাকে দাওয়াত দিয়ে সংশোধন করতে হবে। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাহ।

উল্লেখ্য যে, খারেজীরা বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। ফলে তাদের মতে কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল’। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে মুরজিয়ারা কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে, আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আবুবকর (রাঃ) ও অন্যদের ঈমান সমান’। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ’ল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাহ। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ’ল মূল এবং কর্ম হ’ল শাখা। অতএব কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট যেমন হত্যাযোগ্য কাফের নয়, তেমনি পূর্ণ মুমিনও নয়। তাদেরকে হত্যা না করে দাওয়াত দিতে হবে।

যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস না করলে মুসলিম হওয়া যায় না : প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা আবশ্যিক। (১)

فَوَحِيدُ الرَّبُّوبِيَّةِ (তাওহীদুর রুবুবিয়াহ) তথা রব হিসাবে আল্লাহকে এক মানা (২) فَوَحِيدُ الْاَلُوْهُيَّةِ/الْعِبَادَةِ (তাওহীদুল উলূহিয়াহ/ইবাদত) তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক

মানা ও (ত) توحيد الأسماء والصفات (তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত) তথা আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁকে এক মানা। কেউ উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রের কোন একটিতে আল্লাহকে এক না মানলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কাফিররা শুধুমাত্র প্রথম ক্ষেত্রে (রুবুবিয়াহ) আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু দ্বিতীয় (ইবাদত) ও তৃতীয় ক্ষেত্রে (আসমা ওয়াছ ছিফাত) আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করে না। তাই তারা কাফির ও জাহান্নামী। নিম্নে উল্লিখিত তিন প্রকার তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

(১) إفراد الله عز وجل بالخلق، (তাওহীদুর রুবুবিয়াহ) : এটা হ'ল, 'আল্লাহকে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং নিয়ন্ত্রক হিসাবে বিশ্বাস করা' [৪] যেমন-

(ক) إفراد الله بالخلق তথা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে এক মানা : অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। বরং তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ-

'তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। অতএব তোমরা তার ইবাদত কর। তিনি সকল বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক' (আন'আম ৬/১০২)। তিনি অন্যত্র বলেন, الْأَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ 'সাবধান! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল আল্লাহ' (আ'রাফ ৭/৫৪)। তিনি অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ-

'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হ'তে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত (সত্য) কোন ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছে?' (ফাতির ৩৫/৩)।

কারো মনে প্রশ্নের উদয় হ'তে পারে, যুগে যুগে মানুষ মোটর সাইকেল, বাস, ট্রাক, বিমান, রকেট ইত্যাদি তৈরী করেছে। ভবিষ্যতে আরো আশ্চর্যজনক অনেক কিছুই তৈরী করবে। তাহ'লে কি মানুষকে দুনিয়াবী এ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলা যায় না? উত্তরে বলা যায়, মানুষ মূলতঃ সৃষ্টিকর্তা নয়। সে আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করে। সে উদ্ভাবক মাত্র। প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ। আর এই নতুন নতুন আবিষ্কারের জ্ঞানও আল্লাহ প্রদত্ত।

আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে কাফিরদের বিশ্বাস : কাফিরেরা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। ফেরাউন, আবু জাহল, আবু লাহাব সকলেই আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করত। আল্লাহ বলেন,

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ-
 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ- وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
 يَعْقِلُونَ-

‘যদি তুমি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। তাহ’লে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। যদি তুমি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস কর, আকাশ হ’তে বৃষ্টি বর্ষণ করে কে ভূমিকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুধাবন করে না’ (আনক/বূত ২৯/৬১-৬৩)।

(খ) إفراد الله بالملك তথা সবকিছুর মালিক হিসাবে আল্লাহকে এক বিশ্বাস করা : আসমান-যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে এসব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ‘আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহই’ (আলে ইমরান ৩/১৮৯)।

কারো মনে প্রশ্নের উদয় হ’তে পারে যে, মানুষও তো বাড়ী, গাড়ী সহ অনেক কিছুর মালিক হয়ে থাকে। তাহ’লে মানুষকে কি মালিক বলা যায় না?

জবাবে বলব, আসমান-যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষের মালিকানা প্রকৃত মালিকানা নয়। কেননা মানুষ চাইলেই তার মালিকানাধীন সম্পদ নষ্ট করতে পারে না। সে চাইলেই তার নিকটে গচ্ছিত টাকা আঙুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে না। যদি কেউ তার সম্পদ অযথা নষ্ট করে তাহ’লে পরকালে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহকে সবকিছুর মালিক হিসাবে কাফিরদের বিশ্বাস : কাফিররা আল্লাহকে সবকিছুর মালিক হিসাবেও বিশ্বাস করে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ-

‘জিঞ্জেস কর, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দেন ও যার উপরে আশ্রয়দাতা কেউ নেই, যদি তোমরা জান। সত্বর তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তাহ’লে কিভাবে তোমরা জাদুগ্রস্ত হচ্ছে?’ (মুমিনুন ২৩/৮৮-৮৯)।

(খ) أفراد الله بالتدبير তথা সব কিছুর নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক হিসাবে আল্লাহকে এক মানা : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدَبِّرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ-

‘তুমি জিঞ্জেস কর, কে তোমাদেরকে আকাশ ও ভূমি থেকে রিযিক দিয়ে থাকেন। কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃত হ’তে এবং কে মৃতকে জীবিত হ’তে বের করে আনেন এবং কে সবকিছু পরিচালনা করেন? নিশ্চয়ই তারা বলবে, আল্লাহ। অতএব তুমি বল, তাহ’লে কেন তোমরা তাঁকে ভয় কর না?’ (ইউনুস ১০/৩১)।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহই সবকিছু পরিচালনা করে থাকেন। আর এটাও প্রমাণিত হ’ল যে, কাফিররা আল্লাহকে সবকিছুর পরিচালক হিসাবে বিশ্বাস করে।

সম্মানিত পাঠক! বুঝা গেল, আল্লাহ তা‘আলাকে সৃষ্টিকর্তা, সব কিছুর মালিক ও পরিচালক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম فوحيد الربوبية (তাওহীদুর রুবূবিয়াহ)। ইহুদী, নাছারা, হিন্দু, বেঈদ প্রায় সকলেই এ প্রকার তাওহীদে বিশ্বাস করে। আল্লাহর রুবূবিয়াতে বিশ্বাস করে না এমন নাস্তিক পৃথিবীতে থাকলেও তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। এক্ষেত্রে মুসলমানদের আক্বীদার সাথে অধিকাংশ কাফিরের মিল রয়েছে। কিন্তু কাফিরেরা রুবূবিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করলেও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। বরং তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে বিভিন্ন কিছুকে শরীক করেছে। তারা কেউ মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করতে চাচ্ছে, আবার কেউ লিঙ্গ পূজা, গোপূজা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করতে চাচ্ছে। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى-

‘যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, (তারা বলে) আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে’ (যুমার ৩৯/৩)।

৪। ঈমানের গুরুত্ব

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে ‘ঈমান’। প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের দাওয়াত। ঈমান ব্যতীত বান্দার কোন আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। ঈমানের উপর নির্ভর করেই বান্দার জান্নাত-জাহান্নাম ও পরকালীন মুক্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।-

) শব্দ থেকে নির্গত। আমন অর্থ- (امن) শব্দটি আমন (الإيمان) ঈমানের পরিচয় : ঈমান (নিরাপত্তা, আশংকামুক্তি, নিশ্চিত্ত্ব ইত্যাদি) [1] যা ভীতির বিপরীত। আর মুমিন শব্দের অর্থ- বিশ্বাসী, আস্থাশীল, আস্থাবান। যেমন হাদীছে এসেছে, ‘মুমিন তো তিনিই যাকে মানুষ নিরাপদ মনে করে’ [2] পরিভাষায় ঈমান النَّاسُ الْإِيمَانُ হ’ল, الْإِيمَانُ هُوَ النَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، الْإِيمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ, ‘ঈমান’ হ’ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ’ল মূল এবং কর্ম হ’ল শাখা।

ঈমান কি? জিব্রীল (আঃ)-এর এমন প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ‘ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং এছাড়া তারদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা’ [3]

ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত :

ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিমিত। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ’ল-

(১) **ইসলামের প্রথম ভিত্তি ঈমান :** ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথমটি হ’ল ঈমান তথা ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল’ এই সাক্ষ্য দেওয়া। ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

‘ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. ছালাত প্রতিষ্ঠা করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রামাযানের ছিয়াম পালন করা’।[4]

যুগে যুগে সমাজে নানাবিধ খারাপ কাজ বিদ্যমান থাকলেও প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي، ‘আর তোমার পূর্বে আমরা এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যার নিকটে এই অহি করিনি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর’ (আস্ফিয়া ২১/২৫)। ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে শরী‘আত ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও সকল নবীকে তাওহীদ (তথা ঈমান) দিয়ে পাঠানো হয়েছে।[5] অন্য আয়াতে প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، ‘হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই’ (আ‘রাফ ৭/৫৯)।[6] রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম দাওয়াতও ছিল ঈমানের। তিনি বলতেন، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا، ‘তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ’লে তোমরা সফলকাম হবে’।[7]

(২) ঈমানের পর অন্যান্য বিধান : যারা কালেমার সাক্ষ্য দিবে তথা ঈমান আনয়ন করবে তাদের উপরই ইসলামের পরবর্তী বিধানগুলো অর্পিত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় বললেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً-

‘মু‘আয! তুমি আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খৃস্টান) নিকট যাচ্ছ। প্রথমতঃ তাদেরকে এ দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহ’লে তাদের সামনে এই ঘোষণা দিবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তারা এটাও মেনে নিলে তাদেরকে জানাবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন’।[8]

(৩) ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত ইখলাছ তথা ঈমান[9] : আল্লাহর নিকটে আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হ'ল ঈমান আনয়ন করা। কেননা ঈমানহীন আমল পত্র-পল্লবহীন নেড়া বৃক্ষের ন্যায়, যা কোন উপকারে আসে না। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ‘পুরুষ হোক বা নারী হোক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব’ (নাহল ১৬/৯৭)। আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنْ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কোন আমল কবুল করেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ অন্তরে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা না হয়’।[10] হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) (৭০০-৭৭৪ হিঃ) সূরা কাহাফের ১১০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য রুকন রয়েছে। অবশ্যই এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেছ হ’তে হবে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরী‘আতের মধ্যে হবে।[11] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه, ‘ইখলাছহীন আমল ও (সুন্নাহর) অনুসরণবিহীন সৎকাজ করা ঐ মুসাফিরের ন্যায় যে বালুভর্তি বস্তার বোঝা বহন করে, যা তার কোন উপকারে আসে না’।[12] অতএব মৌলিকভাবে আমল কবুলের শর্ত তিনটি : (১) আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া (যুমার ৩৯/২)।[13]

(৪) ঈমানদাররাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ : সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হ’লেও (বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০) যারা ঈমান আনবে প্রকৃতপক্ষে তারাই হবে শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেন, إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ, ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ’ল সৃষ্টির সেরা’ (বাইয়েনাহ ৯৮/৭)। এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) ও একদল বিদ্বান মুমিনদের মর্যাদা ফেরেশতাদের উপরে নির্ধারণ করেছেন’।[14]

ঈমানের কারণে বান্দা সাহায্যপ্রাপ্ত হয় (বাক্বারাহ ২/২৪৯)। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য ঈমানী বলে বলীয়ান হওয়া যরুরী। মহান আল্লাহ বলেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ‘আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা’ (রুম ৩০/৪৭)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল ঈমান'।^[15]

ঈমানের কারণে মুমিনকে আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় ক্ষতি, অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষে শত্রুদের প্রতিহত করেন' (হজ্জ ২২/৩৮)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ, 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে তাদের শাস্তি দিবেন ও লাঞ্ছিত করবেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তরগুলিকে প্রশান্ত করবেন' (তওবাহ ৯/১৪)।

(৫) ঈমান হ'ল সর্বোত্তম আমল : আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, 'কোন কাজটি উত্তম?' তিনি বললেন, ثُمَّ إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرِسَالِهِ. قِيلَ: ثُمَّ؟ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। জিজ্ঞেস করা হ'ল, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, আস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হ'ল, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, মাকবুল হজ্জ সম্পাদন করা'।^[16] আব্দুল্লাহ ইবনু আবু ক্বাতাদা (রহঃ) হ'তে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা (ক্বাতাদা রাঃ)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক সময় তাদের মাঝে দাড়া'লেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, أَنْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, 'আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ এবং আল্লাহর উপর ঈমান হ'ল সর্বোত্তম আমল'।^[17] আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।^[18]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর বাণী, { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ } فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا { قَالَ هِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ { قَالَ هِيَ الشِّرْكَ } 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে (আমার কাছে) আসবে, সে তার চাইতে উত্তম প্রতিদান পাবে' (নামল ২৭/৮৯) এটা হ'ল- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ তথা ঈমান। 'আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে মুখে ভর দেওয়া অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' (নামল ২৭/৯০), তিনি বলেন, এটা হ'ল- শিরক'।^[19]

অনুরূপভাবে ঈমানের ঘোষণাও সর্বোত্তম নেকী। আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, إِذَا عَمِلْتَ

আমরা অবশ্যই তাদের মন্দ কর্মগুলি মিটিয়ে দেব এবং তাদের কাজের সর্বোত্তম ফলাফল দান করব’ (আনকাবুত ২৯/৭)। ঈমানের সাথে বান্দা কোন ভালো কাজ করলে আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, ‘অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হ’ল মহা সফলতা’ (তাগাবুন ৬৪/৯)। আমার ইবনুল ‘আছ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, ‘তুমি কি জান না যে, ইসলাম (ঈমান) পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। আর হিজরত পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? আর হজ্জ পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়?’

(৯) ঈমানের অসীলায় প্রার্থনা করা : ঈমান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার অসীলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা একজন আহবানকারীকে (মুহাম্মাদ) ঈমানের প্রতি আহবান জানাতে শুনেছি এই বলে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। অতঃপর তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মার্জনা কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যুদান কর’ (আলে ইমরান ৩/১৯৩)। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘ইব্রাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হ’ল যে, ইব্রাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইব্রাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই-বোন। এরপর ইব্রাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ

তাঁর দিকে অগ্রসর হ'ল। সারা ওয়ূ করে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো'আ করলেন, **اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَخَصَّنْتَ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ**, 'হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত অন্যদের নিকট আমার লজ্জাস্থানের হেফাযত করে থাকি তাহ'লে তুমি এই কাফেরকে আমার উপর বিজয়ী করো না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে লোকেরা বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানীকে পাঠিয়েছ। একে ইব্রাহীমের নিকটে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজারকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারাহ তখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকটে ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি? আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে'।^[25]

(১০) শয়তান থেকে বাঁচার অন্যতম মাধ্যম হ'ল ঈমান : শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে (আ'রাফ ৭/১৬-১৭)। বিশেষ করে ঈমানের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। শয়তানের সন্দেহ হ'তে বাঁচার অন্যতম উপায় ঈমানের ঘোষণা। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টিজগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহ'লে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيُفْلِمْ**, 'যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয় সে যেন বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি'।

(১১) ঈমান সফলতার পথ দেখায় : ঈমানদারদের জন্য রয়েছে হেদায়াত ও দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা। ঈমানের আলোচনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন, **وَأُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**, 'এরাই হ'ল তাদের প্রতিপালকের প্রদর্শিত পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই হ'ল সফলকাম' (বাক্বারাহ ২/৫)। মহান আল্লাহ বলেন, **وَعَذَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ**, 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন' (মায়দাহ ৫/৯)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, **مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**, 'কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে

পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ’ (তাগাবুন ৬৪/১১)। তিনি বলেন, **وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**, ‘আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন’ (হজ্জ ২২/৫৪)।

ঈমান মুমিনকে জান্নাতের পথ দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন, **إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ**, ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাদের ঈমানের মাধ্যমে নে’মতপূর্ণ জান্নাত সমূহের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়’ (ইউনুস ১০/৯)। মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, তাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন ফলে তারা সে আলোতে আলোকিত হয়ে পথ চলতে পারবে। পথ দেখানোটা দুনিয়া ও আখেরাতে হবে। দুনিয়াতে জান্নাতের পথ, ক্ষমার পথ দেখাবেন (আন’আম ৬/১২২, শূরা ৪২/৫২, হাদীদ ৫৭/২৮)।

ক্বাতাদা ও ইবনু জুরাইজ বলেন, ঈমানদারের আমল তার জন্য সুন্দর আকৃতি ও সুগন্ধিযুক্ত বাতাসের আকৃতি ধারণ করবে, আর যখন সে কবর থেকে উঠবে তখন তার সম্মুখীন হয়ে তাকে যাবতীয় কল্যাণের সুসংবাদ জানাবে। সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার আমল। তখন তার সামনে আলোর ব্যবস্থা করবে যতক্ষণ না সে জান্নাতে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য তার আমল কুৎসিত আকৃতি ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে আসবে এবং তার সার্বক্ষণিক সাথী হবে যতক্ষণ না সে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।^[28]

(১২) ঈমানদারদেরকে শয়তান প্রভাবিত করতে পারে না : শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সামনে ও পিছনে, ডাইনে ও বামে (সবদিক দিয়ে) আক্রমণ করে। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারদেরকে প্রভাবিত করে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, **إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ**, ‘নিশ্চয়ই শয়তানের কোন আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে’ (নাহল ১৬/৯৯)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘সে বলল, আপনার ইয়্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত’ (ছোয়াদ ৩৮/৮২-৮৩)।

(১৩) মুমিনের জন্য সুখ-দুঃখ দু’টিই কল্যাণকর : সত্যিকারের ঈমানদারদের জীবনের সুখ-দুঃখ দু’টিই কল্যাণকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ كُلُّ خَيْرٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ**

لَهُ خَيْرًا لَهُ ‘ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুলুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা একমাত্র মুমিনদেরই বৈশিষ্ট্য। তার সচ্ছলতা অর্জিত হ’লে সে শোকরিয়া আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর তার উপর কোন বিপদ আসলে সে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর’। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ، ‘কোন ঈমানদার ব্যক্তির শরীরে একটি মাত্র কাটার আঘাত কিংবা তার চাইতেও নগণ্য কোন আঘাত লাগলে আল্লাহ তা‘আলা তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন কিংবা তার একটি গুনাহ মোচন করে দেন’।

(১৪) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুত্ব লাভ : ঈমানদারগণ মহান আল্লাহর বন্ধু। মহান আল্লাহ বলেন, اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ‘মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তাশ্রিত হবে না। যারা ঈমান আনে ও সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে’ (ইউনুস ১০/৬২-৬৩)। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ

‘আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ’তে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর শয়তান হ’ল অবিশ্বাসীদের বন্ধু। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে নিয়ে যায়। ওরা হ’ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ (বাক্বারাহ ২/২৫৭)। তিনি আরো বলেন, اِنَّ اَوْلٰى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لِّلَّذِيْنَ ؕاَتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ‘নিশ্চয়ই লোকদের মধ্যে ইব্রাহীমের নিকটতম ব্যক্তি তারাই, যারা তার অনুসারী হয়েছে এবং এই নবী (মুহাম্মাদ) ও যারা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর আল্লাহ হ’লেন বিশ্বাসীদের অভিভাবক’ (আলে ইমরান ৩/৬৮)।

মুমিনগণ যেমন আল্লাহর বন্ধু তেমনি তারা রাসূল (ছাঃ)-এরও বন্ধু। আমার ইবনু আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, اِنَّ اَلَ اَبِيْ لَيْسُوْا بِاَوْلِيَآئِيْ، اِنَّمَا وَلِيِّيْ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ‘অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। বরং আমার বন্ধু আল্লাহ ও নেককার মুমিনগণ’।

(১৫) মুমিনের জন্যই সুসংবাদ : মুমিনদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رُّزِقُوْا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهِ مُتَشٰبِهًا وَلَهُمْ

فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। যখন তারা সেখানে কোন ফল খাদ্য হিসাবে পাবে, তখন বলবে, এটা তো সেইরূপ, যা আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছিলাম। এভাবে তাদেরকে দেওয়া হবে দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ খাদ্যসমূহ। এছাড়া তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল’ (বাক্বারাহ ২/২৫)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, أَكَّانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ, ‘এটা কি লোকদের জন্য বিস্ময়কর হয়েছে যে, আমরা তাদেরই মধ্যকার একজন ব্যক্তির নিকট প্রত্যাদেশ করেছি যে, তুমি লোকদের (জাহান্নাম থেকে) সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে যথার্থ মর্যাদার স্থান’ (ইউনুস ১০/২)।

(১৬) মৃত্যুর সময় প্রশান্তি ও আখেরাতে জান্নাত লাভ : ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া। তাই রাসূল (ছাঃ) মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ তথা ঈমানের তালকীন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। [33] ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় প্রশান্তি লাভ করবে। ত্বালহা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا أَشْرَقَ لَوْنُهُ، وَنَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, ‘আমার এমন একটি কালেমার কথা জানা আছে, যা কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় পাঠ করলে, তা তার চেহারাকে উজ্জ্বল করে এবং আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে বিপদাপদ দূর করে দেন’ তাহলে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’। [34] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجَتْهُ يَوْمًا مِنْ ذَهْرِهِ, ‘যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ (তথা ঈমানের ঘোষণা) বলবে এই কালিমা তাকে ঐ সময়ে মুক্তি দিবে যখন তার উপর মুহীবত আসবে’।

ঈমান অবস্থায় কারো মৃত্যু হ’লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ, ‘যার শেষ কথা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’। [36] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ, ‘যে মৃত্যুর সময় সত্যচিহ্নে অন্তর দিয়ে (ইখলাছের সাথে) এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।

ঈমান অবস্থায় মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে আল্লাহ জান্নাত দিবেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ**, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে ব্যক্তি এ বিষয় দু’টোর প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’। [38]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يُلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ**, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল’ যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ এ কথা দু’টোর উপর ঈমান রেখে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না’।

কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা থেকেও মুমিনগণ মুক্ত থাকবেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنْ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلَا تَدْعُ**, ‘আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের আগে ইয়ামান থেকে এক বাতাস প্রবাহিত করবেন যা হবে রেশম অপেক্ষাও নরম। যার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তার রুহ ঐ বাতাস কবয করে নিয়ে যাবে’।

কিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ আলো লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, **يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ**, ‘যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের দেখবে তাদের সম্মুখে ও ডাইনে তাদের ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। (এ সময় তাদের) বলা হবে, তোমাদের জন্য আজ সুসংবাদ হ’ল জান্নাতের, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’ (হাদীদ ৫৭/১২)।

(১৭) মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে ঈমান : কিয়ামতের দিন সকলের আমল ওযন করা হবে। (আ/রাফ ৭/৮)। আর ঈমানের ওযনই সবচেয়ে বেশী হবে। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ), ‘নূহ (আঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর দুই ছেলেকে অছিয়ত করে বলেন,

إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ أَمْرُكُمَا بِاتِّبَاعِنِي وَأَنْهَاكُمَا عَنْ اتِّبَاعِنِي أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَأَمْرُكُمَا بِالْإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى كَانَتْ أَرْجَحَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حُلَقَةً ‘আমি তোমাকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (বলার) আদেশ করছি। কেননা সাত আসমান এবং সাত যমীনকে যদি মীযানের এক

পাল্লায় রাখা হয় আর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহ’লে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র পাল্লা বেশী ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহ’লেও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে’।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানববইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হ’তে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, না, হে প্রভু! তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! তিনি বলবেন, আমার নিকট তোমার একটি ছওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে, ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল’। তিনি তাকে বলবেন, মীযানের সামনে যাও। সে বলবে, হে প্রভু! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওয়ন হবে? তিনি বলবেন, তোমার উপর কোন যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওয়নে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তা‘আলার নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হ’তে পারে না’।

(১৮) খালেছ ঈমানের কারণে বান্দা রাসূল (ছাঃ) শাফা‘আত লাভে ধন্য হবেন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা‘আত মুমিনের জন্য আখেরাতে সবচেয়ে বড় নে‘মত। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ’ল, হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামতের দিন আপনার সুফারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? তিনি বললেন, আবু হুরায়রাহ! আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কেননা আমি দেখেছি হাদীছের প্রতি তোমার বিশেষ লোভ রয়েছে। أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْفِيْئَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ ‘ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত

লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠভাবে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে’।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত শাফা‘আতের দীর্ঘ হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যখন শাফা‘আতের জন্য তাঁর কাছে আসবে তখন আল্লাহ তাঁকে বলবেন, **يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ أَنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرَدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ** ‘হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুফারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার রব! আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! তখন বলা হবে, যাও, যাদের এক অণু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি আবার ফিরে আসব এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো। আর সিজদায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুফারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার রব! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত, এরপর আল্লাহ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে সরিষা দানার চেয়েও ক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবো এবং তাই করবো’।

(১৯) ঈমান ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে : মুমিন ব্যক্তি কোন পাপের কারণে জাহান্নামে গেলেও ঈমানের কারণে যে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ، يُصِيبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ**, ‘যে ব্যক্তি ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলবে একদিন না একদিন এই কালেমা অবশ্যই তার উপকারে আসবে। যদিও ইতিপূর্বে তাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করতে হবে’। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, **يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ** ‘যে ব্যক্তি ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও পুণ্য থাকবে, তাকে জাহান্নাম হ’তে বের করা হবে এবং যে ব্যক্তি ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পুণ্য থাকবে তাকে জাহান্নাম হ’তে বের করা হবে এবং যে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে’।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হ'তে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়’? ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, إني لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ حقاً من قلبه فيموت على ذلك ‘নিশ্চয়ই আমি একটি বাক্য জানি যা কোন বান্দা অন্তরে বিশ্াস করে বলবে এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, (বাক্যটি হ’ল) ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।

পরিশেষে বলব, ঈমান হচ্ছে পরকালীন জীবনে মুক্তির একমাত্র সোপান। রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা‘আত লাভ ও জান্নাতের প্রবেশের চাবিকাঠিই হ’ল ঈমান। সুতরাং ঈমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঈমান খালেছ হ’লে পরকালে মুক্তি মিলবে। অন্যথা জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঈমান বিশুদ্ধ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৫। ঈমানের সাথে ইসলামের সম্পর্ক

ইসলামে ঈমান ও ইসলাম দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। একজন মানুষ প্রকৃত মুসলিম ও সফল মুমিন হতে হলে ঈমান ও ইসলাম—উভয়টিই থাকতে হবে। ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, আর ইসলাম হলো সেই বিশ্বাসের বাহ্যিক প্রকাশ ও আনুগত্য। এ কারণে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

ঈমান ও ইসলামের পরিচয়

ঈমান কী?

ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের প্রতি অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপন করা।

ইসলাম কী?

ইসলাম হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর আদেশ পালন করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করা।

কুরআনের আলোকে ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
“বেদুঈনরা বলল, ‘আমরা ঈমান এনেছি।’ বলুন, ‘তোমরা ঈমান আনোনি; বরং বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কারণ এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।”

(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৪)

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য এবং সম্পর্ক উভয়ই তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলাম হলো বাহ্যিক আনুগত্য ও ইসলামে প্রবেশ।

ঈমান হলো অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।

কেউ বাহ্যিকভাবে মুসলিম হতে পারে, কিন্তু তার অন্তরে ঈমান এখনও পূর্ণতা লাভ নাও করতে পারে। তবে প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে হলে ইসলাম ও ঈমান উভয়ই থাকতে হবে।

হাদিসে জিবরীল: ইসলাম ও ঈমান

একদিন ফেরেশতা জিবরীল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন—

ইসলাম কী?

রাসূল ﷺ বললেন—

“তুমি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোজা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে হজ করবে।”

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—

ঈমান কী?

রাসূল ﷺ বললেন—

“তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।”

— সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে ইসলাম ও ঈমানকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলাম = বাহ্যিক আমল ও আনুগত্য।

ঈমান = অন্তরের বিশ্বাস ও আকিদা।

দুটো মিলে একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিমের পরিচয় গঠন করে।

ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক

১. ঈমান হলো ভিত্তি, ইসলাম হলো তার বাস্তব রূপ

যেমন একটি গাছের শিকড় ও ফলের সম্পর্ক—

শিকড় = ঈমান

ফল ও শাখা = ইসলামি আমল

শিকড় ছাড়া গাছ বাঁচে না, আবার ফল ছাড়া গাছের উপকারও পূর্ণ হয় না।

২. ঈমান আমলকে গ্রহণযোগ্য করে

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

“যে সৎকর্ম করবে এবং সে মুমিন হবে, তার কোনো অবিচার বা বঞ্চনার ভয় থাকবে না।”

(সূরা ত্বা-হা ২০:১১২)

ব্যাখ্যা

ঈমান ছাড়া আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই ইসলামের সব আমলের প্রাণ হলো ঈমান।

৩. ইসলাম ঈমানের প্রমাণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً

“ঈমানের সত্তরেরও বেশি শাখা রয়েছে।”

— সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

ঈমান শুধু অন্তরের বিষয় নয়; তার প্রভাব মানুষের কথা, কাজ, চরিত্র ও আচরণে প্রকাশ পায়। নামাজ, রোজা, সততা, লজ্জাশীলতা—এসব ঈমানেরই অংশ।

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়

ঈমান

ইসলাম

অর্থ

বিশ্বাস

আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য

অবস্থান

অন্তরে

বাহ্যিক কাজ ও আচরণে

ভিত্তি

আকিদা

আমল

উদাহরণ

আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস

নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ

উদ্দেশ্য

অন্তরকে শুদ্ধ করা

জীবনকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা

ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্য

আল্লাহ তাআলা প্রায়ই কুরআনে ঈমান ও আমলকে একত্রে উল্লেখ করেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে...”

(কুরআনের বহু স্থানে)

ব্যাখ্যা

এখানে দেখা যায়, ঈমান ও সৎকর্ম একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ঈমান ছাড়া আমল পূর্ণ হয় না, আর আমল ছাড়া ঈমানের সত্যতা প্রকাশ পায় না।

উপসংহার

ঈমান ও ইসলাম একই বৃক্ষের দুটি অপরিহার্য অংশ। ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, আর ইসলাম হলো সেই বিশ্বাসের বাস্তব প্রকাশ। ঈমান মানুষকে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী করে, আর ইসলাম সেই বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন পরিচালনার শিক্ষা দেয়। তাই

একজন প্রকৃত মুসলিমের জন্য বিশুদ্ধ ঈমান এবং সঠিক ইসলাম—উভয়টিই অপরিহার্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশুদ্ধ ঈমান, সহীহ আকিদা এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ওপর অটল থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আকিদা

১। আকিদার পরিচয়

আকিদা ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি। মানুষের সকল আমল, ইবাদত ও চরিত্রের মূল ভিত্তি হলো আকিদা। আকিদা শুদ্ধ হলে আমল শুদ্ধ হয়, আর আকিদা নষ্ট হলে আমলও মূল্যহীন হয়ে যায়। এজন্য নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রথম মানুষকে বিশুদ্ধ আকিদার দিকে আহ্বান করেছেন।

আকিদা শব্দের অর্থ

আকিদা (العقيدة) শব্দটি আরবি "عقد" (আকদ) ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—
দৃঢ়ভাবে বাঁধা

মজবুত গিঁট দেওয়া

অটল বিশ্বাস স্থাপন করা

পরিভাষায় আকিদা

ইসলামী পরিভাষায়—

আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে যে দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করা হয়, তাকে আকিদা বলে।

অর্থাৎ, আকিদা হলো মুসলমানের বিশ্বাসের ভিত্তি।

কুরআনের আলোকে আকিদার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“অতএব জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।”

(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে সর্বপ্রথম তাওহীদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এটি প্রমাণ করে যে বিশুদ্ধ আকিদা ইসলামের মূল ভিত্তি।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

“রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও।”

(সূরা আল-বাকারা ২:২৮৫)

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, যা ইসলামী আকিদার ভিত্তি।

হাদিসের আলোকে আকিদা

ফেরেশতা জিবরীল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِيمَانِ

“আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

“ঈমান হলো তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।”

— সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে ইসলামী আকিদার মূল ভিত্তিগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামী আকিদার প্রধান বিষয়সমূহ

১. তাওহীদের আকিদা

বিশ্বাস করা যে—

আল্লাহ এক।

তাঁর কোনো শরিক নেই।

তিনি একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

আল্লাহ বলেন—

“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।”

(সূরা আল-ইখলাস ১)

২. রিসালাতের আকিদা

বিশ্বাস করা যে আল্লাহ মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী।

আল্লাহ বলেন—

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।”

(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৪০)

৩. আখিরাতের আকিদা

বিশ্বাস করা যে—

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে।

হিসাব-নিকাশ হবে।

জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য।

৪. তাকদীরের আকিদা

বিশ্বাস করা যে—

আল্লাহ সবকিছু জানেন।

তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না।

২ ইসলামে আকীদার অবস্থান কি?

ইসলামে আকিদা হলো সমগ্র দ্বীনের ভিত্তি ও মূলভিত্তি। একটি ভবন যেমন মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ইসলামের সকল আমল, ইবাদত, নৈতিকতা ও জীবনব্যবস্থা বিশুদ্ধ আকিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আকিদা শুদ্ধ হলে আমল শুদ্ধ হয়, আর আকিদা নষ্ট হলে সব আমল ধ্বংস হয়ে যায়। তাই ইসলামে আকিদার অবস্থান সর্বোচ্চ গুরুত্বের।

১. আকিদা ইসলামের মূল ভিত্তি

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।”

(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)

ব্যাখ্যা

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাওহীদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আকিদাকে। কারণ সঠিক বিশ্বাস ছাড়া সঠিক আমল সম্ভব নয়।

২. সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের প্রথম বিষয় ছিল আকিদা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।”

(সূরা আন-নাহল ১৬:৩৬)

ব্যাখ্যা

সমস্ত নবী-রাসূল সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন। তারা নামাজ, রোজা বা অন্যান্য বিধানের আগে মানুষের আকিদা সংশোধনের কাজ করেছেন। এটি ইসলামে আকিদার মর্যাদা ও অবস্থানকে স্পষ্ট করে।

৩. আকিদা আমল কবুল হওয়ার শর্ত

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

“যে ব্যক্তি ঈমান অস্বীকার করে, তার সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যায়।”

(সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৫)

ব্যাখ্যা

কোনো ব্যক্তি যদি অনেক ইবাদতও করে, কিন্তু তার আকিদা শুদ্ধ না হয়, তাহলে সেই আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আকিদা হলো সকল আমল কবুল হওয়ার মূল শর্ত।

৪. আকিদা ঈমানের প্রাণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ

“ঈমান হলো তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।”

— সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে ইসলামী আকিদার মূল বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না।

৫. আকিদা মানুষকে শিরক ও ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না।”

(সূরা আন-নিসা ৪:৪৮)

ব্যাখ্যা

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে শিরক, কুসংস্কার, বিদআত ও বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে রক্ষা করে। তাই ইসলামে আকিদার গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. জান্নাতে প্রবেশের মূল চাবিকাঠি হলো বিশুদ্ধ আকিদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

“যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

— সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

তাওহীদের বিশুদ্ধ আকিদা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ। এজন্য ইসলামে আকিদাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৭. সাহাবায়ে কেরাম প্রথমে আকিদা শিক্ষা করতেন

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় জানা যায় যে সাহাবাগণ প্রথমে ঈমান ও আকিদা শিক্ষা করতেন, এরপর কুরআনের অন্যান্য বিধান শিখতেন।

ব্যাখ্যা

এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থায়ও আকিদার স্থান সর্বাগ্রে।

ইসলামে আকিদার অবস্থান সংক্ষেপে

১. আকিদা ইসলামের ভিত্তি।

২. সকল নবীর দাওয়াতের প্রথম বিষয় ছিল আকিদা।
৩. বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া আমল কবুল হয় না।
৪. আকিদা ঈমানের মূল।
৫. আকিদা মানুষকে শিরক ও ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।
৬. জান্নাত লাভের প্রধান উপায় হলো বিশুদ্ধ আকিদা।
৭. ইসলামের সব বিধান ও আমলের ভিত্তি হলো আকিদা।

৩। ঈমান ও আমলের ভিত্তি হিসেবে আকিদার গুরুত্ব

আকিদা ইসলামের মূল ভিত্তি এবং একজন মুসলমানের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমান ও আমল—উভয়ই আকিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন একটি বৃক্ষের শিকড় শক্তিশালী হলে তার কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও ফল সুন্দর হয়, তেমনি আকিদা বিশুদ্ধ হলে ঈমান মজবুত হয় এবং আমল শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়। পক্ষান্তরে আকিদা দুর্বল বা ভ্রান্ত হলে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আমলের মূল্যও নষ্ট হয়ে যায়।

১. আকিদা ঈমানের ভিত্তি

ঈমানের মূল হলো সঠিক বিশ্বাস বা আকিদা। একজন মানুষ তখনই মুমিন হতে পারে, যখন সে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের প্রতি সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۖ
 “রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনরাও।
 তারা সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি
 ঈমান এনেছে।”

(সূরা আল-বাকারা ২:২৮৫)

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে ঈমানের মৌলিক ভিত্তিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোই ইসলামী আকিদার প্রধান বিষয়। সুতরাং আকিদা ছাড়া ঈমানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

২. সকল নবীর দাওয়াতের প্রথম বিষয় ছিল আকিদা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।”

(সূরা আন-নাহল ১৬:৩৬)

ব্যাখ্যা

সব নবী-রাসূল প্রথমে মানুষের আকিদা সংশোধনের কাজ করেছেন। কারণ আকিদা শুদ্ধ না হলে অন্য কোনো আমল ফলপ্রসূ হয় না।

৩. আকিদা আমল কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

“যে ব্যক্তি ঈমান অস্বীকার করে, তার সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায়।”

(সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৫)

ব্যাখ্যা

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ঈমান ও বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নামাজ, রোজা, দান-সদকা বা অন্য যেকোনো সৎকর্ম তখনই মূল্যবান হবে, যখন তার ভিত্তি হবে সहीহ আকিদা।

৪. শিরক ও ভ্রান্ত আকিদা আমলকে ধ্বংস করে

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

“যদি তুমি শিরক করো, তবে অবশ্যই তোমার সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।”

(সূরা আয-যুমার ৩৯:৬৫)

ব্যাখ্যা

শিরক হলো আকিদাগত সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি। এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে আকিদার ত্রুটি মানুষের সমস্ত নেক আমলকে বিনষ্ট করে দিতে পারে।

৫. ঈমান ও আমলের সম্পর্ক গাছ ও শিকড়ের মতো

কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে...”

ব্যাখ্যা

এখানে ঈমান ও আমলকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ—

আকিদা হলো শিকড়,

ঈমান হলো সেই শিকড় থেকে জন্ম নেওয়া শক্তি,

আমল হলো তার ফল।

শিকড় নষ্ট হলে গাছ বাঁচে না; তেমনি আকিদা নষ্ট হলে ঈমান ও আমলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬. সহীহ আকিদা মানুষকে ইখলাস (নিষ্ঠা) শিক্ষা দেয়

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“তাদেরকে কেবল এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।”

(সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮:৫)

ব্যাখ্যা

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে রিয়া (লোক দেখানো), কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত রেখে একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করতে শেখায়।

৭. সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষাপদ্ধতিতে আকিদার অগ্রাধিকার

জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন—

“আমরা নবী ﷺ-এর সাথে থাকাকালে প্রথমে ঈমান শিখেছি, তারপর কুরআন শিখেছি; ফলে কুরআন আমাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করেছে।”

ব্যাখ্যা

সাহাবাগণ প্রথমে আকিদা ও ঈমান শিখতেন, তারপর আমল সম্পর্কিত বিধান শিখতেন। এটি প্রমাণ করে যে ঈমান ও আমলের ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ আকিদা।

ঈমান ও আমলের ভিত্তি হিসেবে আকিদার গুরুত্ব (সংক্ষেপে)

১. আকিদা ঈমানের মূল ভিত্তি।

২. বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না।

৩. আকিদা ছাড়া কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. শিরক ও ভ্রান্ত আকিদা আমলকে ধ্বংস করে।

৫. সহীহ আকিদা মানুষকে ইখলাস ও তাকওয়া শিক্ষা দেয়।

৬. সকল নবীর দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আকিদা।

৭. দুনিয়া ও আখিরাতেৰ সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি হলো বিশুদ্ধ আকিদা।

৪। বিশুদ্ধ আকীদাই মূল

ইসলামের মূল ভিত্তি বিশুদ্ধ আকীদা। আকীদার সম্পর্ক বিশ্বাসের সাথে। আকীদা ছহীহ ও সঠিক হ'লে ইবাদত ও আমল সঠিক হবে। আকীদা নিখুঁত ও খাঁটি না হ'লে ইবাদত ও আমল সঠিক হবে না। তাই বিগত নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল বিশুদ্ধ আকীদা। প্রত্যেক নবী-রাসূলই নিজ নিজ জাতিকে সর্বপ্রথম খাঁটি ও নির্ভেজাল আকীদার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর তেইশ বছর নবুঅতী জীবনের মক্কী অধ্যায়ের তেরো বছর শুধু আকীদার বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকেই দাওয়াত দিয়েছিলেন। যেহেতু ইবাদত ও আমল আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে, তাই আকীদা বিশুদ্ধ হ'লে ইবাদত ও আমলে অবশ্যই তার প্রতিফলন ঘটবে। এর বাস্তবতা আমরা আমাদের চারপাশে লক্ষ্য করছি। যেহেতু ইবাদত-আমল-আখলাক ও মু'আমালাতের মূল সম্পর্ক আকীদার সাথে, তাই আকীদা সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। অন্য সকল ধরনের ইলম ও জ্ঞান অর্জনের আগে আকীদা সম্পর্কিত ইলম ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল্লাহ পাক রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, **إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ** 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই' (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)।

এটি আকীদার মূল বিষয়। এ বিষয়টি জানার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। যে রাসূলের মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাঁকেও আকীদার ইলম অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব বিষয়টি খুবই গুরুত্বের দাবী রাখে।

আকীদার পরিচয় : আকীদা (عقيدة) শব্দটি আরবী। আরবী হ'লেও প্রায় সকল ভাষাভাষী মুসলমানের কাছে শব্দটি ব্যাপকভাবে পরিচিত। 'আকীদা' শব্দটির মূল হচ্ছে আকদ (عقد)-এর আভিধানিক অর্থ হ'ল : দড়ি, চুল জাতীয় জিনিসে uঁগট দেয়া, ব্যবসা, চুক্তি, শপথ ইত্যাদিকে দৃঢ় করা, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি'।^[1]

তবে যে কোন বিশ্বাস ও চুক্তিকেই আকীদা বলা হয় না। নিদিষ্ট কোন ধর্ম, মতবাদ, আদর্শকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকেই আকীদা বলে। এ আকীদার সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে, আর প্রতিফলন ঘটে কর্মের মাধ্যমে।

বিশুদ্ধ আকীদা : ইসলামকে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসাবে মেনে নিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন আল্লাহকে এক ও একক রব হিসাবে বিশ্বাস করা, তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করা। আল্লাহ

এক. الايمان بالله বা ‘আল্লাহর প্রতি ঈমান’।

‘আল্লাহর প্রতি ঈমান’ অর্থ আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসাবে বিশ্বাস করা ও মানা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** ‘যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এদের পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না’ (ইউসুফ ১২/৪০)।

দুই. الكفر بالطاغوت বা ত্বাগুতকে অস্বীকার করা।

‘ত্বাগুতকে অস্বীকার করা’ মানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর প্রদত্ত বিধান বহির্ভূত নিয়মে বস্তু, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও সমাজে প্রচালিত রসম-রেওয়াজ যা কিছুই মানা হয়, তা অস্বীকার করা।

আল্লাহ বলেন, **فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ** ‘অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে জালুতের সৈন্যদলকে পরাজিত করল। আর দাউদ জালুতকে হত্যা করল এবং আল্লাহ তাকে রাজ্যক্ষমতা ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে শিক্ষা দান করলেন যা তিনি চাইলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যদি একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ’লে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি একান্ত দয়ালু’ (বাক্বারাহ ২/২৫১)।

৫। বিশুদ্ধ আকীদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

দেহ যেমন প্রাণ ছাড়া অকার্যকর, তেমনি বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া আমলও মূল্যহীন। তাই ইসলামী শরী‘আতে আকীদা বিষয়ে ছহীহ ইলম অর্জন করাকে ফরয করা হয়েছে। এক আল্লাহকে মানার মাঝে যে সকল শান্তি নিহিত, তা দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে উপলব্ধি করা ও মন মানসিকতায় স্থির করাই ইসলামী আকীদার মূল চেতনা। মুমিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল সুদৃঢ় ঈমান ও বিশুদ্ধ আকীদা। আকীদা কলুষিত হ’লে আমল যত ভালই হোক না কেন তা নিষ্ফল। কুরআন মাজীদে সমৃদ্ধ জীবন অর্জনের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-

‘পুরুষ হোক নারী হোক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব’ (নাহল ১৬/৯৭)।

একজন পথভোলা মানুষের আকীদা ও আমলের পরিবর্তন রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَأَوَّلُ مَا يَهْدِي اللَّهُ لَكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ - আল্লাহ কসম! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন লোককে ও হেদয়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য সর্বোত্তম উট কুরবানী করার চেয়েও উত্তম হবে (বুখারী, মুসলিম হা/২৪০৬)।

মানুষের জীবনে আকীদাগত দিকটাই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম হয় এবং বিশুদ্ধ আকীদা মতে মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালিত হয়। একজন পূর্ণ মুমিন তার আধ্যাত্মিক জীবনে ছালাত-ছিয়াম, যবেহ-মানত, হজ্জ-তাওয়াফ, প্রার্থনা, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি ইবাদতের সকল পদ্ধতিতে যেমন ইলাহী বিধান মেনে চলবেন, বৈষয়িক জীবনেও তেমনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং যুগের শরী‘আত অভিজ্ঞ মুসলিম বিদ্বানগণের ইজতিহাদ অনুযায়ী স্বীয় কর্ম পরিচালনা করবেন।

ইসলাম ধর্ম হ’ল বিশ্বাস ও শরী‘আতের সমষ্টি। ইসলামী আকীদা হ’ল অতি প্রয়োজনীয় ও ওয়াজিব বিষয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا - ‘আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ সাক্ষ্য প্রদান না করবে যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল। [3]

ভ্রান্ত আকীদার বিপরীতে বিশুদ্ধ আকীদা :

একসময় একচেটিয়াভাবে ভ্রান্ত আকীদায় পরিপূর্ণ ছিল মুসলিম সমাজ। যেমন : আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, যত কল্পা তত আল্লাহ, রাসূল নূরের তৈরী, রাসূল গায়েব জানেন, তিনি হায়াতুননবী-ইত্যাকার অসংখ্য সামাজিক কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত এই বিশুদ্ধ আকীদার আলোকচ্ছটা মানুষের ঘুমন্ত চেতনাকে অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস অহীর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণের আহবানে জাগ্রত করেছে এবং সমাজের ভ্রান্ত আকীদা ও সামাজিক কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত হেনে আল্লাহ প্রদত্ত পথ উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশুদ্ধ আক্বীদাই কেবল শান্তি, নিরাপত্তা, সৌভাগ্য ও সফলতার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন, *بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ* - ‘হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার চেহারাকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে, তার জন্য তার পালনকর্তার নিকটে প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না। ইসলামী আক্বীদা বাস্তবায়নই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায়’ (বাক্বারাহ ২/১১২)।

আল্লাহ বলেন, *وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ* - ‘লওহে মাহফূযে লেখার পর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে আমরা লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মশীল ঈমানদার বান্দারাই কেবল জালালের আবাসভূমির অধিকারী হবে’ (আশ্বিয়া ২১/২০৫)।

বিশুদ্ধ আক্বীদাই এককভাবে জনগণের সুস্থতা শান্তি নিরাপত্তা বাস্তবায়ন করতে পারে। আল্লাহ বলেন, *وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ* - ‘জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ’ত, তাহ’লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম’ (আ’রাফ ৭/৯৬)।

বিশ্বাস বা দর্শন মানবজীবনের এমন একটি বিষয় যা তার জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। এটা এমন এক ভিত্তি যাকে অবলম্বন করেই মানুষ তার সমগ্র জীবনধারা পরিচালনা করে। এই যে মৌলিক জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার বুকে মানুষ আবর্তিত হচ্ছে, যে আদর্শ ও বিশ্বাসকে লালন করে তার সমগ্র জীবন পরিচালিত হচ্ছে তাকে ইসলামী পরিভাষায় ‘আক্বীদা’ শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। কোন অবকাঠামো যেমন ভিত্তি ছাড়া অকল্পনীয়, তেমনভাবে একজন মুসলিমের জীবনে আক্বীদা ও বিশ্বাসের দর্শন এমনই একটি অপরিহার্য বিষয় যা ব্যতীত সে নিজেকে মুসলিম হিসাবে সম্বোধিত হওয়ার অধিকার ও দাবী হারিয়ে ফেলে।

এটা এমন এক অতুলনীয় শক্তির আঁধার যা একজন মুসলমানকে তার আদর্শের প্রতি শতভাগ আস্থাভান করে তুলে এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে বিরামহীনভাবে সচেষ্ট রাখে। অপরপক্ষে মানবজগতের যাবতীয় পথভ্রষ্টতার মূলে রয়েছে এই মৌলিক আক্বীদা থেকে বিচ্যুত হওয়া। এজন্য একজন মুসলমানের জন্য আক্বীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখা এবং সে বিশ্বাসের যথার্থতা নিশ্চিত

করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে মুসলিম হতে পারে না। প্রতিটি কথা ও কর্ম যদি বিশুদ্ধ আকীদা ও বিশ্বাস থেকে নির্গত না হয় তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন: “যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়ে অবিশ্বাস রাখে তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” [সূরা মায়েদা - ৫]

তিনি আরো বলেন: “(হে নবী!) তোমাকে এবং তোমার পূর্বসূরিদের আমি প্রত্যাশা করেছি যে, যদি তুমি আমার শরীক স্থাপন কর তবে তোমার যাবতীয় শ্রম বিফলে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সূরা যুমার: ৬৫]

মানুষ যুগে যুগে পথভ্রষ্ট হয়েছে মূলতঃ আকীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ঘটানোর কারণে। এজন্য বিষয়টি সূক্ষ্মতা ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে জানা অপরিহার্য। নিম্নে ইসলামী আকীদার পরিচিতি ও মানব জীবনে বিশুদ্ধ আকীদা পোষণের গুরুত্ব আলোচনা করা হল।

৭। ঈমান ও আকীদার মধ্যে সম্পর্ক

আকীদার সংজ্ঞা:

শাব্দিক অর্থ: আকীদা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল সম্পর্ক স্থাপন করা বা শক্তভাবে আকড়ে ধরা, অথবা কোন কিছুকে সাব্যস্ত করা বা শক্তিশালী হওয়া। অতএব মানুষ যার সাথে নিজের অন্তরের সুদৃঢ় যোগাযোগ স্থাপন করে তাকেই আকীদা বলা যায়।

পারিভাষিক অর্থ: সাধারণভাবে সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অকাট্য কর্মধারাকে আকীদা বলা হয় যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির মনে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর ইসলামী আকীদা বলতে বুঝায়- আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই মহান প্রভুর প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর **উলূহিয়াত**, **রুবূবিয়াত** ও **গুণবাচক নামসমূহকে** দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তাঁর ফেরেশতামন্ডলী, নবী-রাসূলগণ, তাঁদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, তাক্বদীরের ভাল-মন্দ এবং বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ ও অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কিত সংবাদসমূহ ইত্যাদি যে সব বিষয়াদির উপর সালাফে ছালেহীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন তার প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। আল্লাহর নাযিলকৃত যাবতীয় আহকাম-নির্দেশনার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রচারিত শরী‘আতের

প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ নিশ্চিত করা ইসলামী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত [ড. নাহের বিন আব্দুল করীম আল-আক্বল, মাবাহিসুন ফি আক্বীদায়ে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃ: ৩]

আক্বীদা এবং শরী'আত দু'টি পৃথক বিষয়। কেননা শরী'আত হল দ্বীনের কর্মগত রূপ এবং আক্বীদা হলো দ্বীনের জ্ঞানগত রূপ যার প্রতি একজন মুসলমানের আন্তরিক বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

আক্বীদা শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহার:

আক্বীদা শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় আরো কয়েকটি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন- তাওহীদ, সুন্নাত, উছলুদ্দীন, ফিকহুল আকবার, শরী'আত, ঈমান ইত্যাদি। যদিও আক্বীদা শব্দটি এগুলোর তুলনায় সামগ্রিক একটি শব্দ। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ব্যতীত অন্যান্য ফেরকা এক্ষেত্রে আরো কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহার করে। যেমন-

যুক্তিবিদ্যা (ইলমুল কালাম): মু'তায়িলা, আশ'আরিয়া এবং তাদের অনুসারীগণ এই পরিভাষাটি ব্যবহার করে। এটা সালাফে ছালেহীনের নীতি বিরোধী অনর্থক কর্ম, যার সাথে শরী'আতের সম্পর্ক নেই।

দর্শন: দার্শনিকগণ এই পরিভাষা ব্যবহার করে। তবে আক্বীদাকে দর্শন শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। কেননা দর্শনের ভিত্তি হল অনুমান, বুদ্ধিবৃত্তিক কল্পনা ও অজ্ঞাত বিষয়াদি সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি, যার সাথে ইসলামী আক্বীদার সম্পর্ক নেই।

তাসাওউফ: কোন কোন দার্শনিক, প্রাচ্যবিদ ও ছুফীবাদীরা আক্বীদাকে ছুফিতত্ত্ব হিসাবে ব্যাখ্যা দেয়। এটাও অগ্রহণযোগ্য। কেননা সুফিতত্ত্বও নিরর্থক কল্পনা ও কুসংস্কারের উপর নির্ভরশীল। এর অতীন্দ্রিয় ও কাল্পনিক ভাবমালার সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই।

ধর্মতত্ত্ব (Theology): এটাও দার্শনিক, প্রাচ্যবিদ, যুক্তিবাদীদের আবিস্কৃত শব্দ। এর দ্বারাও ইসলামী আক্বীদার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা এর উদ্দেশ্য কেবল স্রষ্টা সম্পর্কে দার্শনিক, যুক্তিবাদী এবং নাস্তিকদের ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করা।

অধিবিদ্যা: দার্শনিক ও পশ্চিমা লেখকরা একে Metaphysics নামে অভিহিত করে। এটি অনেকটা ধর্মতত্ত্বের কাছাকাছি পরিভাষা। সাধারণভাবে ধর্ম সম্পর্কিত বা ধর্মহীন বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারাকেও আক্বীদা বলা যায়। যেমন – ইহুদীবাদ, বৌদ্ধবাদ, হিন্দুবাদ, খৃষ্টবাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ আক্বীদা বনাম ভ্রষ্ট আক্বীদা:

বিশুদ্ধ আক্বীদা বলতে বুঝান হয় ইসলামী আক্বীদা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাকে যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশিত ও রাসূল (ছা:) কর্তৃক প্রচারিত অর্থাৎ যা পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সমর্থিত এবং সালাফে ছালেহীনের ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত। এতদ্বিল্ল পৃথিবীর যাবতীয় আক্বীদা ও বিশ্বাস মিশ্রিত, কাল্পনিক, কুসংস্কারযুক্ত এবং মিথ্যার উপর ভিত্তিশীল। যা নিশ্চিতভাবে মানবজাতির গন্তব্যপথকে ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।

আক্বীদার মৌলিক বিষয়বস্তু:

আক্বীদার মৌলিক বিষয়বস্তু ছয়টি। যথা:-

এক: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেকে যেভাবে মানবজগতের কাছে উপস্থাপন করেছেন ঠিক সেভাবে তা সত্তাগতভাবে, গুণগতভাবে এবং কর্মগতভাবে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা।

দুই: ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস : তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেরূপ বর্ণনা এসেছে ঠিক সেভাবে বিশ্বাস করা।

তিন: রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস : তাঁদের নবুওয়াত ও তাদের চারিত্রিক পবিত্রতার উপর নির্দিধায় বিশ্বাস স্থাপন করা।

চার: আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস : মূল চারটি কিতাব তথা যাবুর, ইঞ্জীল, তাওরাত ও কুরআনসহ নাযিলকৃত অন্যান্য ছোট ছোট কিতাব ও ছহীফাসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

পাঁচ: শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস : অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদসমূহ যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, তার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

ছয়: তাক্বীদের উপর বিশ্বাস : অর্থাৎ যা কিছু দুনিয়ার বুকে ঘটছে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞাতসারেই ঘটছে এবং তিনি সৃষ্টিজগত তৈরীর বহু পূর্বেই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন- এই বিশ্বাস জাগ্রত জ্ঞান সহকারে পোষণ করা। আলোচিত ছয়টি বিষয়ের প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বহু দলীল দ্বারা এগুলো প্রমাণিত [বাকারা ১৭৭, ২৮৫, নিসা ১৩৬, ক্বামার ৪৯, ফুরকান ২, মিশকাত হা/২ 'ঈমান অধ্যায়']

গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। তাদের মাঝে যেমন বহু লোক কবর পূজায় ব্যস্ত, তেমনি লিগু হরহামেশা তাওহীদ বিরোধী ও শিরকী কার্যকলাপে। কেউবা ব্যস্ত নিত্য-নতুন ‘মাহদী’, ‘মাসীহ’ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায়। মূর্তিপূজার স্থলে এখন আবির্ভাব হয়েছে শহীদ মিনার, স্তম্ভ, ভাস্কর্য, অগ্নিশিখা, প্রতিকৃতি ইত্যাদি শিরকী প্রতিমূর্তি। এগুলো সবই সঠিক আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতার দুর্ভাগ্যজনক ফলশ্রুতি। অন্যদিকে আকীদায় দুর্বলতা থাকার কারণে মুসলিম পণ্ডিতদের চিন্তাধারা ও লেখনীর মাঝে শারঈ সূত্রগুলোর উপর নিজেদের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা এবং বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার নামে কুফরী বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যুক্তিবাদী ও শৈথিল্যবাদী ধ্যান-ধারণার জন্মও নিচ্ছে যার স্থায়ী প্রভাব পড়ছে পাঠকদের উপর। এভাবেই আকীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব আমাদের পথভ্রষ্ট করে ফেলছে প্রতিনিয়ত।

আল্লাহ তাকে শাস্তি দান করবেন। তার ধারণা ছিল এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। অতঃপর আল্লাহ ছাইভস্মগুলো একত্রিত করে তাতে রুহ প্রদান করলেন এবং তাকে তার এই কাজের হেতু জানতে চাইলেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, যেহেতু সে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।” [বুখারী, হা/৩২৯৪ ‘কিতাবুল আম্মিয়া’, বাব ন. ৫২]

আকীদা ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য:

“আকীদা” শব্দটি প্রায়ই ঈমান ও তাওহীদের সাথে গুলিয়ে যায়। অস্বচ্ছ ধারণার ফলশ্রুতিতে অনেকেই বলে ফেলেন, আকীদা আবার কি? আকীদা বিশুদ্ধ করারই বা প্রয়োজন কেন? ঈমান থাকলেই যথেষ্ট। ফলশ্রুতিতে দীন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের অপূর্ণতা সৃষ্টি হয়, যা প্রায়ই মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য ঈমান ও আকীদার মধ্যকার সম্পর্ক ও পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে বিষয়টি উপস্থাপন করা হল:-

প্রথমত: ঈমান সমগ্র দীনকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর আকীদা দীনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয়ত: আকীদার তুলনায় ঈমান আরো ব্যাপক পরিভাষা। আকীদা হল কতিপয় ভিত্তিমূলক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। অন্যদিকে ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বরং মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলনকে অপরিহার্য করে দেয়। সুতরাং ঈমানের দু’টি অংশ। একটি হল অন্তরে স্বচ্ছ আকীদা পোষণ।

আরেকটি হল বাহ্যিক তৎপরতায় তার প্রকাশ। এ দু'টি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত যে কোন একটির অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়।

তৃতীয়ত: আক্বীদা হল বিশ্বাসের মাথা এবং ঈমান হল শরীর। অর্থাৎ আক্বীদা হল ঈমানের মূলভিত্তি। আক্বীদা ব্যতীত ঈমানের উপস্থিতি তেমনি অসম্ভব, যেমনভাবে ভিত্তি ব্যতীত কাঠামো কল্পনা করা অসম্ভব। সুতরাং ঈমান হল বাহ্যিক কাঠামো আর আক্বীদা হল ঈমানের আভ্যন্তরীণ ভিত্তি।

চতুর্থত: আক্বীদার দৃঢ়তা যত বৃদ্ধি পায় ঈমানও তত বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়। আক্বীদায় দুর্বলতা সৃষ্টি হলে ঈমানেরও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, আমলের ক্ষেত্রেও সে দুর্বলতার প্রকাশ পায়। যেমনভাবে রাসূল (সা:) বলেন: “মানুষের হৃদয়ের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে, যদি তা পরিশুদ্ধ হয় তবে সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ থাকে, যদি তা কদর্যপূর্ণ হয় তবে সমস্ত শরীরই কদর্যপূর্ণ হয়ে যায়”। [মুত্তাফাক আলাইহে, মিশকাত ‘ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়’ হা/২৭৬০]

পঞ্চমত: বিশুদ্ধ আক্বীদা বিশুদ্ধ ঈমানের মাপকাঠি, যা বাহ্যিক আমলকেও বিশুদ্ধ করে দেয়। যখন আক্বীদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তখন ঈমানও বিভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের অনুসরণ করা হয় এজন্য যে, তারা যে আক্বীদার অনুসারী ছিলেন তা ছিল বিশুদ্ধ এবং কুরআন ও সুন্নাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এজন্যই তারা ছিলেন খালিছ ঈমানের অধিকারী এবং পৃথিবীর বুকে উত্থিত সর্বোত্তম জাতি। অন্যদিকে মুরজিয়া, খারেজী, কাদরিয়াসহ বিভিন্ন উপদলসমূহ আক্বীদার বিভ্রান্তির কারণে তাদের ঈমান যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি তাদের কর্মকাণ্ড নীতিবিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এভাবেই আক্বীদার অবস্থান পরিবর্তনের কারণে ঈমানের অবস্থানও পরিবর্তন হয়ে যায়।

ষষ্ঠত: সকল রাসূলের মূল দাওয়াত ছিল বিশুদ্ধ আক্বীদা তথা তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানো। এক্ষেত্রে কারো অবস্থান ভিন্ন ছিল না। কিন্তু আমল-আহকাম সমূহ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি আমলসমূহ পূর্ববর্তী নবীদের যুগে ছিল না অথবা থাকলেও তার বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্নরূপ। সুতরাং ঈমানের দাবীসূচক আমলসমূহ কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হলেও আক্বীদার বিষয়টি সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয়।

সঠিক আক্বীদা পোষণের অপরিহার্যতা :

এক: সঠিক আকীদা পোষণ করা ইসলামের যাবতীয় কর্তব্যসমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় কর্তব্য। রাসূল (সা:) বলেন: “আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।” [মুত্তাফাক আলাইহে, ‘ঈমান’ অধ্যায়, হা/১২]

দুই: ঈমান সাধারণভাবে সমস্ত দীনে ইসলামকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর আকীদা দীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দু’টি বিষয় তথা অন্তরের অবিমিশ্র স্বীকৃতি ও আমলে তা যথার্থ বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করে।

তিন: আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ তথা শিরক এমন ধ্বংসাত্মক যে পাপী তওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আল্লাহ বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরককারীকে ক্ষমা করবেন না। এ ব্যতীত যে কোন পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন।” [সূরা নিসা: ১১৬]

চার: আকীদা সঠিক থাকলে কোন পাপী ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে না। ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে: “কোন এক ব্যক্তি জীবনে কোনদিন সৎ আমল না করায় তার পুত্রদের নির্দেশ দেয় তাকে পুড়িয়ে দিয়ে ছাইভস্ম যমীনে ও পানিতে ছড়িয়ে দিতে এই ভয়ে যে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দান করবেন। তার ধারণা ছিল এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। অতঃপর আল্লাহ ছাইভস্মগুলো একত্রিত করে তাতে রুহ প্রদান করলেন এবং তাকে তার এই কাজের হেতু জানতে চাইলেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, যেহেতু সে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।” [বুখারী, হা/৩২৯৪ ‘কিতাবুল আশ্বিয়া’, বাব ন. ৫২]

অন্য হাদীছে এসেছে: “যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট থাকবে তাকেও শেষ পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।” [মুত্তাফাক আলাইহে, মিশকাত হা/৫৫৭৯, ‘কিয়ামতের অবস্থাসমূহ ও সৃষ্টির পুনরুত্থান’ অধ্যায়, ‘হাউযে কাওছার ও শাফা’আত’ অনুচ্ছেদ]

অর্থাৎ সঠিক আকীদার কারণে একজন সর্বোচ্চ পাপী ব্যক্তিও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থানের পর জান্নাতে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে।

পাঁচ: আকীদা সঠিক না থাকলে সৎ আমলকারীকেও জাহান্নামে যেতে হবে। যেমন একজন মুনাফিক বাহ্যিকভাবে ঈমান ও সৎ আমল করার পরও অন্তরে কুফরী পোষণের কারণে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে (নিসা ১৪৫)। একই কারণে

একজন কাফির সারা জীবন ভাল আমল করা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন সে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। কেননা তার বিশ্বাস ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ। আল্লাহ বলেন: “সেদিন আমি তাদের কৃতকর্মের দিকে মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত করব।” [ফুরকান: ২৩]

হয়: কবরের জীবনে আক্বীদা সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তোমার রব কে? তোমার নবী কে? তোমার দ্বীন কি? সেদিন আমল সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হবে না। এখান থেকেই দুনিয়া ও আখিরাতে আক্বীদার গুরুত্ব অনুভব করা যায়।

সাত: ইসলামের কালেমা অর্থাৎ ‘কালেমা তাওহীদ’ উচ্চারণ করা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে তখনই যখন তা সঠিক বিশ্বাস প্রসূত হয়। নতুবা তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ হল-

- কালেমা তাওহীদের অর্থ জানা।
- খুলূছিয়াতের সাথে উচ্চারণ করা।
- সত্যায়ন করা।
- অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা।
- কালেমা ও কালেমার অনুসারীদের প্রতি মুহাববত পোষণ করা।
- আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবীসমূহ পরিপূর্ণ আনুগত্য ও নিষ্ঠার সাথে পালন করা।
- কালেমার বিপরীত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা।

এ বিষয়গুলো প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। যা স্পষ্টতঃই নির্দেশ করে যে, বিশ্বাসের সঠিকতা ইসলামে প্রবেশের মূল শর্ত। অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহীদ যদি সঠিক বিশ্বাসের সাথে উচ্চারিত না হয় তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে সকল আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

আট: ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হল ‘ওয়ালা’ ও ‘বারা’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কচ্ছেদ’ যা আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট। একজন কাফির, মুনাফিক, মুশরিকের প্রতি আমরা যে বিমুখতা দেখাই তার কারণ হল তার কুফরী এবং বিভ্রান্ত আক্বীদা। ঠিক যেমনভাবে একজন মুমিনকে আমরা শতহীনভাবে ভালবাসি তার ঈমান ও বিশুদ্ধ আক্বীদার কারণে। এ কারণে একজন মুসলমান পাপাচারী হলেও তার আক্বীদার কারণে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন: ‘এক ব্যক্তিকে মদ্যপানের জন্য রাসূল (সা:)-এর সামনে বেত্রাঘাত করা

হচ্ছিল। তখন একজন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমার উপর লা'নত করুন। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, 'এই মদ্যপায়ীকে লা'নত কর না, কেননা সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসে।' [মুসনাদে বায্যার হা/২৬৯, ছনদ ছহীহ, দ্রঃ বুখারী হা/৬৭৮০]

নয়: সমকালীন মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে আক্বীদার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। তাদের মাঝে যেমন বহু লোক কবর পূজায় ব্যস্ত, তেমনি লিগু হরহামেশা তাওহীদ বিরোধী ও শিরকী কার্যকলাপে। কেউবা ব্যস্ত নিত্য-নতুন 'মাহদী', 'মাসীহ' আবিষ্কারের প্রচেষ্টায়। মূর্তিপূজার স্থলে এখন আবির্ভাব হয়েছে শহীদ মিনার, স্তম্ভ, ভাস্কর্য, অগ্নিশিখা, প্রতিকৃতি ইত্যাদি শিরকী প্রতিমূর্তি। এগুলো সবই সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে অজ্ঞতার দুর্ভাগ্যজনক ফলশ্রুতি। অন্যদিকে আক্বীদায় দুর্বলতা থাকার কারণে মুসলিম পণ্ডিতদের চিন্তাধারা ও লেখনীর মাঝে শারঈ সূত্রগুলোর উপর নিজেদের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা এবং বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার নামে কুফরী বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যুক্তিবাদী ও শৈথিল্যবাদী ধ্যান-ধারণার জন্মও নিচ্ছে যার স্থায়ী প্রভাব পড়ছে পাঠকদের উপর। এভাবেই আক্বীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব আমাদের পথভ্রষ্ট করে ফেলছে প্রতিনিয়ত।

দশ: বিভ্রান্ত মতাদর্শের অনুসারী মুনাফিক, বিদ'আতী এবং ভিন্ন ধর্মানুসারী ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও নাস্তিক্যবাদীরা তাদের আক্বীদা প্রচার ও প্রসারে বিভিন্নমুখী যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রতিরোধ করা ও তা থেকে আত্মরক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য। এজন্য সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতেই হবে। অন্যথায় আপাতঃ দর্শনীয় পশ্চিমা বস্তুবাদী চিন্তাধারার জোয়ার আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে মোটেও সময় নিবে না।

আক্বীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির ভয়াবহ ফলাফল:

আলেম-ওলামাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল মৌলিক আক্বীদাসমূহের বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের সঠিক জ্ঞান দান করা এবং সাধ্যমত সর্বত্র তার প্রসার ঘটান। কেননা যে ব্যক্তি তার জীবনের ব্যষ্টিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সর্বক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রতিফলন ঘটাতে পারে, সে দুনিয়া ও আখিরাত সর্বক্ষেত্রে সফল। অথচ দুঃখজনক হল, আধুনিক যুগে বহু আলেমই আক্বীদাকে খুব সংকীর্ণ অর্থে ধরে নিয়েছেন, যার প্রভাব অবধারিতভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে পড়ছে। ফলে আমলগত ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আক্বীদার উপস্থিতিতে নিশ্চিত না করে অনেকে কেবল আক্বীদা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রাখাই যথেষ্ট মনে করেছে যেমনটি করেছিল মু'তামিলাসহ আরো কিছু উপদল। অনেকে

আবার কেবল অন্যদের সাথে নিজেদের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে, কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মত উপলক্ষের সাথে আক্বীদাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে যেমন-খারেজীরা।

ফলশ্রুতিতে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে বিধর্মীগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের পথ ধরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি নিত্য-নতুন শিরকী মতবাদ সহজেই মুসলমানদের মাঝে গেড়ে বসতে সক্ষম হয়েছে। সচেতনতার দাবীদার বহু মুসলমান এ ধারণা রাখে যে, ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মের লোকেরাও জান্নাতে যাবে যদি তারা সৎ হয়। ‘আক্বীদা ও শরী‘আত ভিন্ন জিনিস, আক্বীদা কেবলমাত্র একটি সাংস্কৃতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা; ব্যবহারিক জীবনে যার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়; রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি সার্বজনীন ক্ষেত্রে তার কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়’ ইত্যাদি কুফরী চিন্তাধারা লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে অধিকাংশ মুসলমানের মানসজগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত ধোঁয়াশার প্রভাব এতই ক্ষতিকারক যে মানুষের সত্যানুসন্ধিৎসু মনকে একেবারেই পঙ্গু করে রাখে এবং মিথ্যার আধিপত্যকে মেনে নেওয়ার শৈথিল্যবাদী মানসিকতা প্রস্তুত করে দেয়।

আর এসবই সঠিক আক্বীদা থেকে বিচ্যুতির অবধারিত ফলশ্রুতি। সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষ প্রান্তে বলা যায় যে, আক্বীদা দ্বীনের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়। আক্বীদা সঠিক হওয়ার উপরই ঈমান ও আমলের যথার্থতা নির্ভরশীল। তাই সবকিছুর পূর্বে আক্বীদার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করাই একজন মুসলিমের প্রথম ও অপরিহার্য দায়িত্ব। আজকের পৃথিবীতে যখন সংঘাত হয়ে উঠেছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক তখন একজন মুসলমানের জন্য স্বীয় আক্বীদা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক বেড়েছে। কেননা হাযারো মাযহাব-মতাদর্শের দ্বিধা-সংকটের ধ্বংসাত্মক, দুর্বিষহ জঞ্জালকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে সত্যের দিশা পাওয়া এবং সত্য ও স্বচ্ছ দ্বীনের দিকে ফিরে আসা বিশুদ্ধ আক্বীদা অবলম্বন ব্যতীত অসম্ভব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল মুসলিম ভাই-বোনকে সঠিক আক্বীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছ ঈমানের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন ও যাবতীয় শিরকী ও জাহেলী চিন্তাধারা থেকে আমাদেরকে হেফায়ত করুন।

আমীন!!

৮ ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদা কি ভূমিকা রাখে ?

ইসলামে ঈমান কোনো সাধারণ বিশ্বাস নয়, বরং এটি মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এই ঈমান গঠনের মূল কেন্দ্র হলো বিশুদ্ধ আকিদা। আকিদা ঠিক থাকলে ঈমান ঠিকভাবে গড়ে ওঠে, আর আকিদা ভুল হলে ঈমানের ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়।

একজন মানুষের বাহ্যিক জীবন যেমন কাজ-কর্ম দিয়ে দেখা যায়, তেমনি তার অন্তরের ঈমান গড়ে ওঠে তার বিশ্বাস (আকিদা) দিয়ে।

১. আকিদা হলো ঈমানের “মূল কাঠামো”

একটা বাড়ি বানাতে যেমন প্রথমে পিলার ও ফাউন্ডেশন লাগে, তেমনি ঈমান গঠনে প্রথম দরকার হলো আকিদা।

👉 আকিদা = ভিত্তি

👉 ঈমান = সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো বিশ্বাস

👉 আমল = সেই ঈমানের বাস্তব প্রকাশ

যদি ভিত্তি দুর্বল হয়, তাহলে পুরো বिल्ডিং যেমন ধসে পড়ে, তেমনি ভুল আকিদার কারণে ঈমানও দুর্বল হয়ে যায়।

২. মানুষের অন্তরের বিশ্বাসই ঈমান তৈরি করে

ঈমান শুধু মুখে বলা কিছু শব্দ নয়—এটা অন্তরের গভীর বিশ্বাস।

একজন মানুষ কেন ভালো কাজ করে?

কেন খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকে?

👉 কারণ তার ভেতরে একটা বিশ্বাস কাজ করে—

আল্লাহ আমাকে দেখছেন

আমি একদিন হিসাবের সম্মুখীন হব

আমার কাজের ফল আমি পাব

এই বিশ্বাসগুলোই মূলত আকিদার ফল।

অর্থাৎ আকিদা ঠিক হলে মানুষের ভিতর থেকে ঈমান তৈরি হয়।

৩. আকিদা মানুষের জীবনদৃষ্টিকে পরিবর্তন করে

একই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ থাকতে পারে—

(ক) বিশ্বাসহীন মানুষ

সে মনে করে—

জীবন শুধু খাওয়া-দাওয়া

মৃত্যুর পরে কিছু নেই

যা ইচ্ছা তাই করা যায়

(খ) বিশুদ্ধ আকিদার মানুষ

সে বিশ্বাস করে—

জীবন আল্লাহর পরীক্ষা

মৃত্যুর পরে হিসাব আছে

প্রতিটি কাজের ফল পাওয়া যাবে

কু এই দুই চিন্তার মানুষ কখনো এক হতে পারে না।

এখানেই আকিদা ঈমান গঠনে বড় ভূমিকা রাখে।

৪. ঈমানকে স্থায়ী করে আকিদা

অনেক মানুষ শুরুতে ভালো থাকে, কিন্তু পরে বদলে যায়। কেন?

কারণ তার আকিদা গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

কু যখন সমস্যা আসে

কু যখন কষ্ট আসে

কু যখন প্রলোভন আসে

তখন যে মানুষ টিকে থাকে, সে হলো যার আকিদা শক্ত।

অর্থাৎ আকিদা ঈমানকে শুধু তৈরি করে না, বরং স্থায়ীও করে রাখে।

৫. ভুল আকিদা ঈমানকে ধ্বংস করে

ভুল বিশ্বাস ধীরে ধীরে মানুষকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেয়।

যেমন—

শিরক

কুসংস্কার

অযৌক্তিক বিশ্বাস

আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর নির্ভরতা

এসব ধীরে ধীরে মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে।

কু তাই বিশুদ্ধ আকিদা হলো ঈমান রক্ষার “ঢাল”।

৬. ইবাদতকে প্রাণ দেয় আকিদা

একই নামাজ দুইজন মানুষ পড়তে পারে—

একজনের নামাজ শুধু অভ্যাস

আরেকজনের নামাজ আন্তরিক ইবাদত

এই পার্থক্য কোথা থেকে আসে?

কৈ আসে আকিদা থেকে

যার বিশ্বাস শক্ত, তার ইবাদতও হয় গভীর ও আন্তরিক।

যার বিশ্বাস দুর্বল, তার ইবাদত হয় শুধু বাহ্যিক।

৭. বাস্তব জীবনে ঈমান গঠনের প্রভাব

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়—

(১) চরিত্রে পরিবর্তন

সে মিথ্যা, অন্যায়, হারাম থেকে দূরে থাকে।

(২) দায়িত্ববোধ তৈরি হয়

সে জানে তাকে একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে।

(৩) ধৈর্য ও শক্তি আসে

কষ্টে সে ভেঙে পড়ে না, কারণ তার বিশ্বাস আছে।

(৪) সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়

তার জীবন শুধু আবেগ নয়, বিশ্বাস দিয়ে পরিচালিত হয়।

৮. সহজ উদাহরণে বোঝা

ধরো একটা GPS ছাড়া গাড়ি চলছে—

রাস্তা হারাবে

ভুল পথে যাবে

গন্তব্যে পৌঁছাবে না

কৈ আকিদা হলো সেই GPS

কৈ ঈমান হলো সেই যাত্রা

GPS ঠিক থাকলে গন্তব্য ঠিক থাকে, GPS ভুল হলে সবকিছু এলোমেলো।

৯. সাহাবাদের জীবন থেকে শিক্ষা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবারা আগে ঈমান ও আকিদা শিখতেন,

তারপর কুরআনের বিধান শিখতেন।

ঐ কারণ তারা জানতেন—

“ভিত্তি ঠিক না হলে উপরের সব ভেঙে যাবে।”

১০. ঈমান গঠনে আকিদার সারসংক্ষেপ ভূমিকা
বিশুদ্ধ আকিদা—

ঈমানের ভিত্তি তৈরি করে

অন্তরের বিশ্বাস গড়ে তোলে

জীবনকে সঠিক পথে আনে

ইবাদতকে আন্তরিক করে

ভুল পথ থেকে রক্ষা করে

ঈমানকে স্থায়ী করে।

বিশুদ্ধ আকিদার প্রয়োজনীয়তা

১। কেন একজন মুসলমানের জন্য সহীহ আকিদা জানা জরুরি।

১. ঈমানের ভিত্তি ঠিক রাখার জন্য

ঈমান গড়ে ওঠে অন্তরের বিশ্বাস দিয়ে, আর সেই বিশ্বাসের নামই আকিদা।

কুঁ আকিদা ঠিক না থাকলে ঈমান ঠিক থাকে না

কুঁ ঈমান ঠিক না থাকলে ইসলাম পূর্ণ হয় না

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।”

(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)

ব্যাখ্যা

এখানে আল্লাহ প্রথমে “জ্ঞান অর্জন” করতে বলেছেন—অর্থাৎ সঠিক আকিদা জানা ঈমানের প্রথম ধাপ।

২. ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য

একজন মানুষ যত নামাজই পড়ুক, যত রোজাই রাখুক—যদি তার আকিদা ভুল হয়, তাহলে সেই ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

“যে ঈমানকে অস্বীকার করে, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়।” (সূরা আল-মায়িদা ৫:৫)

কুঁ অর্থাৎ সহীহ আকিদা ছাড়া ইবাদতের কোনো মূল্য নেই।

৩. শিরক থেকে বাঁচার জন্য

শিরক হলো ইসলামের সবচেয়ে বড় গুনাহ।

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

“আল্লাহ শিরক ক্ষমা করেন না।”

(সূরা নিসা ৪:৪৮)

ব্যাখ্যা

সহীহ আকিদা মানুষকে শেখায়—

কার কাছে দোয়া করতে হবে

কার উপর ভরসা করা যাবে

কে প্রকৃত উপকার-ক্ষতির মালিক

এভাবে মানুষ শিরক থেকে বাঁচে।

৪. জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য

মানুষ যেভাবে চিন্তা করে, তার জীবনও সেভাবে চলে।

কৃত্রিম সঠিক আকিদা = সঠিক জীবন

কৃত্রিম ভুল আকিদা = ভুল পথ

যেমন—

আল্লাহ আমাদের দেখছেন → মানুষ গুনাহ থেকে দূরে থাকে

আখিরাত আছে → মানুষ দায়িত্বশীল হয়

৫. সন্দেহ ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য

বর্তমান যুগে অনেক ভুল বিশ্বাস, কুসংস্কার ও বিভ্রান্ত মতবাদ ছড়িয়ে আছে।

সহীহ আকিদা মানুষকে—

ভুল চিন্তা থেকে

কুসংস্কার থেকে

ধর্মীয় বিভ্রান্তি থেকে

রক্ষা করে এবং কুরআন-সুন্নাহর সঠিক পথে রাখে।

৬. অন্তরের শান্তি পাওয়ার জন্য

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“আল্লাহর স্মরণেই অন্তর শান্তি পায়।”

(সূরা রাদ ১৩:২৮)

কৃত্রিম সঠিক বিশ্বাস মানুষকে ভয়, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত করে।

৭. আখিরাতে সফল হওয়ার জন্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”— সহীহ মুসলিম

ব্যাখ্যা

অর্থাৎ সহীহ আকিদা হলো জান্নাতের মূল চাবিকাঠি।

৮. সঠিক মুসলিম পরিচয় বজায় রাখার জন্য

একজন মুসলমান শুধু নাম দিয়ে নয়, বিশ্বাস দিয়ে মুসলমান হয়।

☞ নামাজ, রোজা বাহ্যিক পরিচয়

☞ কিন্তু আকিদা হলো ভিতরের পরিচয়

সহীহ আকিদা ছাড়া একজন মানুষ প্রকৃত মুসলমান হিসেবে টিকে থাকতে পারে না।

সারসংক্ষেপ

একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা এতটাই মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ যে এটি ছাড়া ঈমানের অস্তিত্বই পূর্ণতা পায় না। আকিদা হলো ঈমানের ভিত্তি, মূল কাঠামো এবং ভিতরের প্রাণশক্তি। যেমন একটি ভবন তার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ঈমান দাঁড়িয়ে থাকে সঠিক বিশ্বাস বা বিশুদ্ধ আকিদার ওপর। ভিত্তি দুর্বল হলে যেমন পুরো ভবন ভেঙে পড়ে, তেমনি আকিদা দুর্বল বা ভ্রান্ত হলে ঈমানও দুর্বল হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ (তাওহীদ), তাঁর ক্ষমতা, তাঁর নির্দেশনা এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে। এই বিশ্বাসই একজন মানুষের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। একজন মানুষ তখনই সত্যিকারের মুমিন হতে পারে, যখন তার অন্তরে আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, রাসূল, আখিরাত এবং তাকদীরের প্রতি দৃঢ় ও সঠিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশুদ্ধ আকিদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো এটি মানুষকে শিরক, কুফর, বিদআত এবং সকল ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে রক্ষা করে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন কুসংস্কার, ভুল ধারণা ও বিভ্রান্ত মতবাদ মানুষের ঈমানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় সহীহ আকিদা একজন মুসলমানকে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে এবং ঈমানকে ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষা দেয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইবাদত ও আমলের গ্রহণযোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে আকিদার ওপর নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি যত বেশি নামাজ, রোজা, দান-সদকা বা

অন্যান্য ইবাদতই করুক না কেন, যদি তার আকিদা সঠিক না হয়, তাহলে সেই আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া ঈমানের কোনো বাস্তব মূল্য থাকে না।

এছাড়া বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরে আত্মিক শান্তি, ধৈর্য, আশা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। একজন মুমিন যখন বিশ্বাস করে যে তার জীবনের সবকিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তখন সে দুঃখ-কষ্টে ভেঙে পড়ে না এবং জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। এই মানসিক ও আত্মিক স্থিরতা ঈমান গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশুদ্ধ আকিদা একজন মুসলমানকে শুধু দুনিয়ার জীবনে সঠিক পথে রাখে না, বরং আখিরাতের সফলতার পথও সহজ করে দেয়। কারণ জান্নাত ও নাজাতের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ ও সঠিক ঈমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা অনুযায়ী, যার অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সঠিক বিশ্বাস আছে, তার জন্য জান্নাতের আশা রয়েছে।

অতএব বলা যায়, একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদা হলো মূল ভিত্তি, জীবনদর্শনের দিশা এবং আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি। আকিদা ছাড়া ঈমান শুধু নামমাত্র থেকে যায়, কিন্তু আকিদা শুদ্ধ হলে ঈমান হয় শক্তিশালী, স্থায়ী এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য।

সবশেষে বলা যায়, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য হলো কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা করা, তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং নিজের জীবনকে সেই আকিদার আলোকে পরিচালনা করা। কারণ ঈমানের গঠন, তার স্থায়িত্ব এবং আখিরাতের মুক্তি—সবকিছুই নির্ভর করে বিশুদ্ধ আকিদার ওপর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহীহ আকিদা, দৃঢ় ঈমান এবং কবুলযোগ্য আমলের তাওফিক দান করুন। আমীন।